



ভ্রাতার আলো

২২ চৈত্র ১৪২২ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৬ইং

পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা



“মিঞা! মজ্জুব কে পাছ কেঁউ আয়া? মিঞা! মজ্জুব কে পাছ কেঁউ আয়া?
মাইতো মজ্জুবে মাহাজ নেহি হৌ! মজ্জুবে ছালেক হৌ।
বায়তুল মোকাদ্দহ মে নামাজ পড়তা হৌ॥”

— হযরত গাউতুল আজম মাইজতাব্বী ইমামুল আউনিয়া মওলানা
শাহ্ ছফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)।



জ্ঞানের আলো

২২ চৈত্র ১৪২২ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৬ ইংরেজী
পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছফী

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

সম্পাদনা পরিষদ

আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী
শেখ মুহাম্মদ আলমগীর
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

সার্বিক সহযোগিতায়

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী
মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
হুমায়ুন কবির চৌধুরী
সৈয়দ রুহুল কুদ্দুস আকবরী
শেখ শাকিল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আবদুল মতিন
মোবাইল : ০১৭১১৮১৭২৭৪

প্রকাশের স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬।

প্রচ্ছদ ও মদণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com

Website : maizbhandarsharif.com

গুণেচ্ছা মূল্য : দশ টাকা মাত্র



সূচীপত্র

○ সম্পাদকীয়		০৪
○ কুরআনের আলো	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী	০৫
○ হাদিসের আলো	আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী	০৯
○ ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ	মওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রেজভী	১২
○ গাউছুল আজম মাইজভাটারী (কঃ) এর মূল রওজা শরীফ ও পূর্ব কক্ষে শায়িত পূণ্যাত্মগণের পরিচিতি	আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী	২০
○ বিভিন্ন ভাষা চর্চায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অবদান	মওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল নোমানী	২২
○ প্রসঙ্গ : একান্ত অপারগতায় চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ	আব্দুস সৈয়দ মুহাম্মদ অছির রহমান	২৫
○ ইসলামে মালিক-শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	মওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী	২৮
○ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) আহলে শায়তের এক অত্যাশ্চর্য নক্ষত্র	মওলানা মুহাম্মদ আলী আহগর	৩২
○ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর পবিত্র নাম স্তাহ থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম	আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা	৪১
○ দীদারে এলাহী লাভে	আবদুল মতিন	৪৪
○ সংগঠন সংবাদ		৪৯
○ শোক সংবাদ		৫৫



বিহ্মিলাহির রাহমানির রাহিম

“সম্পাদকীয়”

রুহানী বা আত্মার মঙ্গলার্থে উর্কতম সত্যবস্ত্র স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী বিশ্ব মানবতার কল্যাণে খোদা প্রদত্ত অশেষ নেয়ামত হল ঐশী প্রেমের ভাণ্ডার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। সৃষ্টি জগতে পরম করুণাময় খোদা তাঁলার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন মহান শ্রেষ্ঠতম “ফজিলতে রাব্বানী” বা বেলায়তে ওজমার অধিকারী হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা এর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে নব জীবন দান করিয়া মানব জাতিকে সুপথগামী করিয়াছিলেন। ইহকালীন জীবিত অবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে “ফয়জ” বা আধ্যাত্মিক উপকার প্রাপ্তির ফলে বহু কামেল অলী উল্লাহর আবির্ভাব দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কতক ছলুক প্রাধান্য গাউছিয়ত ধারার এবং কতক কুতুবিয়ত ভাবধারা প্রাধান্য মজ্জুবে ছালেক, মজ্জুবে মাহাজ ও মাদার মশরব অলি উল্লাহ রূপে বিকাশ লাভ করেন।

তাঁহার “ফয়জ” প্রাপ্ত প্রীতিভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আক্তাব মওলায়ে রহমান হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রকাশ বাবাজান কেবলা কাবা কুতুবিয়ত ধারামতে মিশ্রিত মাদার মশরব সম্পন্ন মগলুবুল হাল-বিভোর চিত্ত ও কথা পরিত্যক্ত ভাষা ভূলা কামেল অলি উল্লাহ রূপে ছলুক পরিত্যাজ্য জজ্বাবতী হাল বা অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। যাহার ফলে তিনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর প্রতি পতঙ্গ তুল্য আশেক ছিলেন। তিনিও তাঁহাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতির নজরে দেখিতেন। কোন কোন সময় তাঁহার প্রতি জজ্বাবতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপে বলিতেন “ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি। তাহাকে আমার একটি চক্ষু দিয়া দিয়াছি।”

তাঁহার মকামে বেলায়তের পরিচয় দিতে গিয়া ইমামে আহলে ছন্নত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ছাহেব দিওয়ানে আজিজ কিতাবে লিখিয়াছেন- (তাঁহার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হইল) “বাবাজান কেবলা খ্যাতিলয়ে প্রচার সর্বস্থানে, তিনি শাহ্ আহমদ উল্লাহর বাগানের ফুল নিঃসন্দেহে। জগতবাসীর ঘরে ঘরে সেই ফুলের মাগ ভ্রমিল, আশেকানদের সিঁজদার স্থান মাইজভাণ্ডার শরীফ হইলো। শেষ জমানার ছানী ইউছুফ নিঃসন্দেহে তিনি। খোদার নুরের জলুওয়া জান নিঃসন্দেহে তিনি। ফানফিল্লাহ বাকা বিদ্রাহর স্তরে যখন পৌছিলেন, চুপের মোহর তাহার মুখে তখন তিনি খশিলেন। শেরে বাংলা নাম নাজেম জান সকলে, অলিগণের অমান্যকারী নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে।” হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর বেলায়তী বাগানের সর্ব শ্রেষ্ঠতম ফুল তাঁহার প্রীতি ভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আক্তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর শরাফতের কারণে স্মৃতি বার্ষিকী ২২শে চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোকরা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পরিভাষায় : “গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ উর্ধ্ব তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর চোখ চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।” তাঁহার এই মহান প্রেরণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় তাঁহার মনোনীত সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রুহী ওয়ারেছ আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেব মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ছিলিলা, শজরা, তরিকত, উছুল-নীতি, গাউছে পাকের শান, আজমত, জীবনী-কেরামত, আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার করার সময়োচিত পদক্ষেপ এর অংশরূপে “জ্ঞানের আলো” নামক ম্যাগাজিন প্রকাশ করিয়া আসিতেছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় এই ২২ চৈত্র/২২ বাংলা সংখ্যা।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর ভক্তি মহব্বতকে সামনে রাখিয়া বিভিন্ন স্তরের লেখকগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাদের স্বগ্রন্থ চিন্তা ভাবনাকে স্বাগত জানাইতেছি। আমরা সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় পত্রস্থ করিতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। অদূর ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আমাদের এই পবিত্র প্রয়াসের সাথে একাত্মতা, আন্তরিকতা ও সহানুভবতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে যাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া এবং আরো বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের নিকট ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই আধ্যাত্মিক প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিয়া আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা- সকলের উপর পেয়ারা হাবিব ছরকারেদো-আলম (সঃ) এর করুণাবারি, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এবং মওলায়ে রহমান হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) এর ফয়েজ বরকত সর্বাঙ্গিক ও পরিপূর্ণ ভাবে বর্ষিত হউক। আমিন।



কুরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী
অধ্যক্ষ : কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائَكُمْ أَوْ أَشِدَّ ذِكْرًا

فَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ (২০০)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (২০১)

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ط وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (২০২)

আল্লাহুর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

অতঃপর যখন (তোমরা) আপন হজ্জের কাজ পূর্ণ করে নাও, তখন আল্লাহুর স্মরণ এমনভাবে করো, যেমন আপন পিতা ও পিতামহকে স্মরণ করছিলে, বরং তদপেক্ষা বেশি। এবং কোন মানুষ এভাবে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দাও। আর পরকালে তার কোন অংশ নাই। আর কেউ এমন বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আখিরাতের কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা করো। এমন লোকদের জন্য তাদের উপার্জন থেকে ভাগ রয়েছে এবং আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী (সূরা বাক্বারা, পারা-২, আয়াত ২০০, ২০১, ২০২)

আনুষঙ্গিক আলোচনা : শানে নুযুল: উদ্ধৃত প্রথম আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন, জাহেলী যুগে আরববাসীরা হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করে এক সভায় মিলিত হতো এবং ওই সভায় তারা তাদের পূর্ব পুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় গৌরব গাঁথা ও ঐতিহ্য গদ্য ও কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করতো। এতদুদ্দেশ্যে তারা দীর্ঘদিন থেকে গীতিকাব্য গজল ইত্যাদি রচনা করতো। এ ক্ষেত্রে সবাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। প্রত্যেক কবি উন্নত কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করতো এবং এ সভাকে কেন্দ্র করে জাহেলী যুগের কবি-সম্রাট ইমরাউল কায়েসের গীতিকাব্য ছিল এ মেলার স্মারক। এসব কুসংস্কার ও বদ-রসম রেওয়াজকে নিষিদ্ধ করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে পিতৃপুরুষদের গৌরবগাঁথার পরিবর্তে তদস্থলে বেশী পরিমাণে আল্লাহুর যিকর করতে। (তাফসীরে দুররে মনছুর ও তাফসীর-ই-নঈমী শরীফ)

* উদ্ধৃত আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত বিষয়াবলী :

ফরয নামাযসহ সকল প্রকার ইবাদতের পর আল্লাহুর দরবারে দোয়া-মুনাজাত করা ও যিকর করা শুধু জায়েজ নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ সম্মত উত্তম আমল। যেমন, উদ্ধৃত আয়াতের আলোকে প্রমাণিত হয় হজ্জের আরকান-আহকাম সম্পন্ন করার পর যিকরে ইলাহী করা ও দোয়া মুনাজাতে মশগুল হওয়া কুরআনে কারীমের নির্দেশ। আর হজ্জ হলো ফরজ ইবাদত। অতএব, প্রমাণিত হলো ফরজ নামায সহ সকল প্রকার ইবাদতের পর দোয়া-মুনাজাত করা কুরআনের হুকুম। আর আল্লাহুর দরবারে ফরিযাদ-মুনাজাতের ক্ষেত্রে শুধু 'দুনিয়া' প্রার্থনা করা উচিত নয়। কেননা দুনিয়া প্রত্যাশীরা দীনের মতো মহান খোদায়ী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যারা



শুধু দুনিয়ার জন্য প্রার্থনা করে পরকালীন জীবনে তাদের জন্য খোদায়ী নেয়ামতের কোন অংশ নেই।

আবার আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ-মুনাজাতে কার্পন্য করা কিংবা বারবার প্রার্থনা করতে কুষ্ঠিত হওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। যেমন-কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন **ادعوني استجب لكم** অর্থাৎ যখনই বান্দা আমার নিকট ফরিয়াদ করে, তখনই আমি (আল্লাহ) তাদের মুনাজাত মনজুর করবো। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

اجيب دعوة الداع اذا دعان অর্থাৎ যখনই বান্দা আমার নিকট ফরিয়াদ করে, তখনই আমি (আল্লাহ) ফরিয়াদকারীর দোয়া-মুনাজাত মঞ্জুর করি। হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছে-সাইয়েদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-মহান আল্লাহ পাক বলেন **لا يدعوني اغبى** অর্থাৎ যারা আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করে না আমি তাদের প্রতি রাগান্বিত হই। (হাদীসে কুদসী)

অন্য রেওয়াজতে এরশাদ হয়েছে

وعن سلمان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا (رواه الترمذى وابوداؤد)

অর্থাৎ সাহাবীয়ে রাসূল সাইয়েদুনা হযরত সালমান রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসূলে পাক ছাহেবে লওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় তোমাদের লালনকর্তা চিরঞ্জীব দানশীল দয়্যাপরবশ; বান্দা যখন তাঁর দরবারে হাত উত্তোলন করে (দোয়া-মুনাজাত করে) খালি ফেরত দিতে সংকোচবোধ করেন। (সুবহানাল্লাহ) (তিরমিজি ও আবু দাউদ)। উপরোক্ত আয়াতে কুরআন ও হাদীসে নববী শরীফের আলোকে প্রতিভাত হয়-আল্লাহর দরবারে দোয়া-মুনাজাত করা শুধু জায়েজ নয়, বরং আল্লাহর পছন্দনীয় আমল। খোদায়ী কৃপা-করুণা লাভের বড় অবলম্বন। যারা এ বিষয়ে কার্পন্য করে কিংবা কুষ্ঠাবোধ করে তাদের উপর আল্লাহ পাক নারাজ হন। ফরয ইবাদত দোয়া কবুল হওয়ার বড় ওসিলা। তাই ফরজ নামাযের পর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করা খোদায়ী অনুগ্রহ, অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার মোক্ষম অবলম্বন। দেওবন্দী ওয়াহাবী মৌলভী ও তাদের অনুসারী কর্তৃক এটাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, বানোয়াট। আল্লাহর বান্দাগণকে অপরিসীম খোদায়ী রহমত-বরকত হতে বঞ্চিত করার এক মোক্ষম ষড়যন্ত্র। এহেন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত হতে আল্লাহ পাক সরল প্রাণ মুমিনদের হেফাজত করুন।

দোয়া-মুনাজাতের কতিপয় নিয়মাবলী :

মুফাসসীরীনে কেলাম আল্লাহর দরবারে বান্দার দোয়া-মুনাজাত-ফরিয়াদ কবুল হওয়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কিছু নিয়মাবলী নির্ধারণ করেছেন- যথাঃ

এক : শুধু দুনিয়ার জন্য কিংবা শুধু আখিরাতের জন্য দোয়া করা উচিত নয় বরং দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের সামগ্রিক কল্যাণ মঙ্গলের জন্য দোয়া করা বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে তারই নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

দুই : আল্লাহর উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল ও আস্থাশীল হয়ে কবুল হওয়ার সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে দোয়া করতে হবে। কারণ হতাশ-নিরাশ সম্বলিত দোয়া কবুল হয় না।

তিন : কোন অবস্থায় ভুল করেও যেন নিজের জন্য বদদোয়া করা না হয়। এ আশংকায় যে, যদি কবুল হয়ে যায় তবে কঠিন জ্বালা-যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। যেমন-হাদীসে পাকে রয়েছে আল্লাহর হাবীব নবীকুল সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন ওই সাহাবী ভীষণ অসুস্থ ও যন্ত্রনায় কাহিল। রহমতে আলম, উম্মতের দরদী নবী জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কি নিজের জন্য বদদোয়া করছ? আরজ



করলেন-ওহে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ! আমি ফরিয়াদ করতাম, হে আল্লাহ! আমার গুনাহর সাজা আমায় দুনিয়ার জীবনেই দান করো। আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করো। এ কথা শুনে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- (সুবহানাল্লাহ) আল্লাহর সাজা সহ্য করার ক্ষমতা কার আছে? তুমি এমনই দোয়া করেছো, যার ফল তুমি ভোগ করতেছো।

চার : দোয়ার কালাম এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয় যার শব্দ হবে স্বল্প কিন্তু অর্থ হবে ব্যাপক। আর দুনিয়া আখেরাতের সামগ্রিক কল্যাণ মঙ্গলের ধারক-বাহক দোয়া হলো কুরআনে করীমের এ দোয়া... رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا ۖ اٰمِنًا ۝ (প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থ তাফসীরে কবীর শরীফে রয়েছে এক ব্যক্তি সাইয়েদুনা হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হাজির হয়ে দোয়া প্রার্থনা করলেন। তিনি رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا ۖ اٰمِنًا এ আয়াত পড়ে দোয়া করলেন। দোয়া প্রার্থী বললেন-হুজুর আরো করুন। তিনি আবার এ আয়াত পড়ে দোয়া করলেন। দোয়া প্রার্থী পুনরায় বললেন-হুজুর! আরো বেশী করে দোয়া করুন। তিনি তৃতীয় বারও এ আয়াত পড়ে দোয়া করলেন এবং বললেন- স্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ-মঙ্গল তো এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর বাইরে আর কি আছে? যার জন্য দোয়া করতে পারি।

পাঁচ : আল্লাহর ঘর খানায় কাবার হজ্জ ওমরা পালন করতে গিয়ে তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামীনের মাঝখানে... رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا ۖ اٰمِنًا আয়াত পড়ে দোয়া করতে হয়। হাদীসে পাকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-রুকনে আসওয়াদ এর উপর এক ফেরেশতা আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকে বসে আমীন আমীন বলে দোয়া করে চলছে। অন্য রেওয়াজতে উল্লেখিত আছে-রুকনে ইয়ামীনের উপর সত্তর ফেরেশতা আমীন আমীন বলে দোয়া করছে সব সময়। তাই এখানে এ আয়াত পড়ে দোয়া করা আবশ্যিক।

ছয় : দোয়া-মুনাজাত শুধু বিপদাপদের সময় নয় বরং আনন্দ আহলাদের সময়ও করা উচিত। আর দোয়া শুধু নিজের জন্য নয় বরং দোয়া-মুনাজাতে সকল মুমিন নর-নারীকে সামিল করা কবুল হওয়ার জন্য অধিকতর সহায়ক।

“তুর পেলেষ্টাইন, দামেস্ক মিশরে, মহাসমারোহে মদীনা নগরে।

বাগদাদ-আজমিরে পেয়েছি তোমার, অপার করুণা দান।

মাইজভাগুরর সিংহাসন, অলংকৃত করেছে, দেখিয়ে সকলে হয়ে আনন্দিত।

প্রশংসা কীর্তন করিছে করিম, সুরেতে মিলায়ে তান।”

মহান ২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্রা হজরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুররী (কঃ)’র বিশিষ্ট মুরিদ আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা মরহুম মওলানা ফয়জুল হক (রঃ) এবং সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুররী (মঃজিঃআঃ)’র বিশিষ্ট মুরিদান-আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভ্রাতা মরহুম মওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন আনছারীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং সকলের নিকট দোয়া কামনার্থে-

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন চৌধুরী

সভাপতি আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে

মাইজভাগুররী (শাহু এমদাদীয়া), ইউ,এ,ই কার্যকরী সংসদ।





“মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।”

- খাদেমুল ফোক্রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজা-এ-অহীয়ে গাউছুল আজম,
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
(মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং
নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব

সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব ঐর সম্পাদনায়
মহান ২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত
“জ্ঞানের আলো”র সফলতা কামনায় নিবেদিত-



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।



হাদিসের আলো

আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী
প্রধান মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

عن ابى برده عن ابيه قال صلينا المغرب مع رسول ﷺ ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلى معه
العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ههنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب
ثم قلنا نجلس حتى نصلى معك العشاء قال احسنتم او اصبتم قال فرفع راسه الى السماء
وكان كثيرا مما يرفع راسه الى السماء فقال النجوم امانة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى
السماء ما توعده وانا امنت لاصحابى فاذا ذهبت انا اتى اصحابى ما يوعدون واصحابى
امنة لا متى فاذا ذهب اصحابى اتى امتى ما يوعدون۔

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু বুরদা (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (নিয়ার) থেকে বর্ণনা করেন-তিনি বলেন-আমরা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করেছি। অতঃপর আমরা বললাম যে, আমরা যদি এখানে বসে থাকি এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায আদায় করি (তাহলে ভাল হবে)। তিনি (হযরত নিয়ার) বলেন-আমরা বসে থাকলাম, অতঃপর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তশরীফ আনলেন এবং বললেন-তোমরা এখান থেকে যাওনি? উত্তরে আমরা আরম্ভ করলাম-হে আল্লাহর রসুল; আমরা আপনার সাথে মাগরিব আদায় করেছি, অতঃপর আমরা বললাম যে, আমরা আপনার সাথে এশার নামায পড়ার জন্য বসে থাকব। তিনি ইরশাদ করলেন-খুব ভাল করেছ অথবা ঠিক করেছ। বর্ণনাকারী হযরত আবু বুরদা (র:) এর পিতা হযরত নিয়ার (র:) বলেন-তখন রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে মাথা মুবারক উত্তোলন করলেন-তিনি প্রায়ই আসমানের দিকে মুখ করতেন, অতঃপর বললেন-তারকাপুঞ্জ আসমানের জন্য রক্ষা কবচ বা নিরাপত্তার মাধ্যম, যখন তারকা রাজি শেষ হয়ে যাবে, তখন যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার আগমন ঘটবে (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে)। আর আমি হলাম আমার সাহাবাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। যখন আমি প্রস্থান করব তখন আমার সাহাবাদের তার আগমন ঘটবে যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। আর সাহাবাগন আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তার মাধ্যম। অতঃপর যখন আমার সাহাবাগন চলে যাবে, আমার উম্মতের উপর তাই আসবে, যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। (মুসলিম শরীফ ও মুসনাদে আহমদ)

অপর হাদিসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হযরত বুরায়দা (র:) থেকে বর্ণনা করেন-তিনি বলেন-

قال رسول الله ﷺ ما من احد من اصحابى يموت بارض الابعث قائدا ونورا لهم يوم
القيامة



অর্থাৎ-রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-আমার সাহাবাদের থেকে যে কোন সাহাবী কোন স্থানে ওফাত পাবেন, তিনি কেয়ামতের দিন ঐ এলাকাবাসীর জন্য পথ প্রদর্শক এবং নুর হয়ে উঠবেন। (তিরমীযী শরীফ)।

বর্ণনাকারীর পরিচিতি : নাম-হান্নী, পিতার নাম-নিয়ার, উপনাম আবু বুরদা। তিনি হিজরতের পূর্বে মদীনা বাসী ৭০জন এর সাথে বায়আতে উপস্থিত ছিলেন। যা হজ্জের সময় মিনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাহাড়ের ভেতরে। যাকে ইসলামের ইতিহাসে “বায়আতে আক্বাবে ছানীয়া” বলা হয়। তিনি বদর সহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযিব (র:) এর মামা হন। তাঁর কোন উত্তরসূরী নেই, তিনি হযরত আলী (র:) এর সময়ে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তাঁর পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি হযরত আমির মুয়াবিয়া (র:) এর শাসনামলের প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লা (র:) হলেন তাবেরী, তাঁর পিতা হযরত বুরায়দা আসলামী (র:) হলেন সাহাবী। তিনি “মরো” এর বিচারক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও অন্যান্য সাহাবাকেরাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে ইবনু সাহান ও অন্যান্যরা হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত। তিনি “মরো”তেই ইন্তেকাল করেন। (আল ইকমান ফী আসমা'ইর রেজাল)।

আলোচ্য হাদিস থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণিত হয়, যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

প্রথমত: সাহাবাকেরাম (র:) প্রিয় রসুল ইমামুল আমিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর পেছনে ইকতেদা করে নামায আদায় করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। কারণ তাঁর সাথে নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার-অপার অনুগ্রহ ও বিশেষ রহমত অর্জন করা যায়। যথা- বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে আরজ করলো-হে আল্লাহর রসুল! আমি বড় গুনাহ করেছি, আমার উপর কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন এর নির্দেশিত শাস্তি প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করেনি যে, সে কি অপরাধ করেছে। এমতাবস্থায় নামাযের সময় হলো, আযান, একামত ও জামাত অনুষ্ঠিত হলো। নামাযান্তে ঐ ব্যক্তি আবার দাঁড়িয়ে আরজ করল- হে আল্লাহর রসুল! আমি বড় গুনাহ করেছি, আমার উপর কুরআন পাক নির্দেশিত সাজা প্রয়োগ করুন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করনি? ঐ ব্যক্তি বলল হ্যাঁ, তখন তিনি ইরশাদ করলেন-নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার তোমার গুনাহ বা তোমার শরীয়ত নির্ধারিত সাজা মাফ করে দিয়েছেন।

এতে একটি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতের আমল সম্পর্কে অবহিত।

দ্বিতীয়ত: এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর অন্য ওয়াক্তের অপেক্ষায় থাকার বিষয়টি আলোচ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এধরনের ইমানদার নামাযী কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমতের বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় পাবার কথা হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। জরুরী কোন কাজ না থাকলে মসজিদে বসেই অপেক্ষা করা উত্তম। এখানে পরবর্তী নামাযের ওয়াক্তের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখাই হলো মূল বিষয়।

তৃতীয়ত: কোন ভাল কাজকে ভাল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যেমনটি দিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যে কোন কর্তা ব্যক্তিকে তাদের অধীনস্থদের কর্মকাণ্ডের প্রতি নয়র রাখতে হবে। অতঃপর ভাল-মন্দ চিহ্নিত করে আদেশ-নিষেধ প্রয়োগ করতে হবে।

স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাকেরামের জন্য নিরাপত্তার মাধ্যম বা ঢাল স্বরূপ। এতে



তো কোন ঈমানদারের সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, তিনি পুরো সৃষ্টি জগতের রহমত হিসেবে সবকিছুর অস্তিত্ব তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী।

সাহাবাকেরাম পরবর্তী উম্মতের জন্য ঢাল স্বরূপ। কারণ, উম্মতের আমল নিরাপত্তা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত, তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত ও সাহাবাকেরাম অনুসৃত পথমতে অটল অবিচল থাকার মধ্যে নিহিত। সুতরাং এর বিপরীত কোন মত-পথ অবলম্বন করলে তাদের নিরাপত্তা ঠিক থাকতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এমন সম্প্রদায় এর উদ্ভব হয়েছে-যারা সাহাবাকেরামকে আলোচিত মর্যাদায় তো মানেই না বরং তারা বিশ্বাস করে সাহাবাকেরাম সমালোচনার উর্ধ্বে নন, তাঁরা সত্যের মাপকাটি নন। নাউযুবিল্লাহ।

“এয়া গাউছে মাইজভাগুরী মুখে সরবত পিলা দো।
তুষে গিয়ে দিলকো মেরে আজ ভূজা দো।।”

মেসার্স শাহ্ এমদাদীয়া মাইজভাগুরী ট্রেডার্স
যাবতীয় কাঠ ফার্ণিচার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
বনরূপা, জে. বি. স-মিল, রাঙ্গামাটি।

মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দীন চৌধুরী
প্রোপ্রাইটর

মোবাইল : ০১৮১১-২৭০১৩২, ০১৯১৭-৮৯০২০৭

সাধারণ সম্পাদক

আঞ্জুমানের মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া)
রাঙ্গামাটি সদর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ

“হেলিওনা ঢলিওনা, থাকিও সাবধানে।
প্রেমতরঙ্গী-বাঁধা আছে, গাউছে চরণে।।”

দরবার মেডিসিন

দেশী-বিদেশী সকল প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটর : আবদুল হাই আজাদ
কুয়াইশ কলেজের সামনে, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সৌজন্যে :

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি
পূর্ব শাকপুরা শাখা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।





ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ

মওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রেজভী

প্রভাষক, আল্ কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা এবং পিএইচ.ডি গবেষক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজবদ্ধভাবে বসবাস মানবজাতির অন্যতম স্বভাব। মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতীত মানুষ কখনো একাকি চলতে পারে না। তার এ স্বভাব পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই জান্নাত হতে আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ১)

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা কর এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ১

এতে প্রমানিত হয়, আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করে জান্নাতে একা থাকতে দেওয়া হয় নি; বরং মা হাওয়া আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করে তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করার পরম সুযোগ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

হে আদম! তুমি তোমার জোড়াসহ বেহেশতে বসবাস কর। ২

মানব ইতিহাসের প্রারম্ভেই সমাজের মূলভিত্তি পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীতে তাহব্বী তমুদ্দুন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই মানুষে মানুষে পরিবারবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বসবাস করতো। পরবর্তীতে পরিবার থেকে গোত্র এবং গোত্র থেকে সমাজে পরিণত হয়। মানুষকে আরবীতে الانسان বলা হয়; যা انس মূলশব্দ থেকে নির্গত। উন্স মানে মনের আকর্ষণ, ঝোঁক-প্রবণতা, ভালবাসা এবং মিলেমিশে ইত্যাদি। মানুষের উল্লেখযোগ্য দুইটি গুণ হল- এক. স্বজাতির প্রতি সাধারণ আকর্ষণ, দুই. জীবনধারণের জন্য অপরের সহযোগিতা।

সামাজিক বন্ধনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা :

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর দু'টো হক তথা অধিকার আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন। এক. হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অধিকার। দুই. হক্কুল ইবাদ তথা বান্দাহর অধিকার। শরী'য়াতের বিধি-নিষেধ ও হুকুম-আহকাম কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পালনই হল হক্কুল ইবাদ। আর ভূ-পৃষ্ঠে একজন মানুষ অপর মানুষের সাথে মানবিক আচার আচরণসহ বন্ধুত্বসুলভ ও ভ্রাতৃত্বময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করাই হক্কুল ইবাদ। ইসলাম যেহেতু একটি শান্তি ও সমৃদ্ধমুখর জীবন বিধানের নাম, তাই মানবজাতি সমাজে আবদ্ধ হয়ে কিভাবে একটি শান্তি, সম্প্রীতি ও গতিশীল সমাজ বিকাশ করতে পারে তার বাস্তব দিক



নির্দেশনা দিয়েছে। সমাজত্যাগী মূলত ইসলামী জীবন নয়। কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা এসেছে, **وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ** আর বৈরাগ্যবাদ তো তাদেরই আবিষ্কৃত, আমি তো তাদের এ বিধান দেইনি। ৩

এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সমাজ ত্যাগ না করার জন্য কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, **لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ** ইসলামে বৈরাগ্যবাদ বলতে কিছুই নেই। ৪

ইসলাম এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছে, মানুষ যে পথে চললে সফলতা লাভ করতে পারে, তা কখনো সমাজকে পাশ কাটিয়ে নয়; বরং সুসংগঠিত ও সুষ্ঠু সমাজ-জীবন-যাপনের মাধ্যমেই তাকে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌছতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নির্দেশ হল : **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** তোমরা সবই একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ৫

ইসলামী সমাজের মূল উদ্দেশ্য হল : পৃথিবীর মানুষকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা, ভালো কাজ প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা, সত্য ও বাস্তবতার সাক্ষ্য দেওয়া এবং ইহ-জগতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত কখনো সুষ্ঠু পরিবেশ কয়েম সম্ভব নয়। তাছাড়া সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাও ইসলামী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দিবে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। ৬

প্রতিবেশীর সাথে আচরণ : যারা আমাদের বাড়ীর বা আবাসস্থলের পাশে বাস করে তারাই প্রতিবেশী। প্রতিবেশী আমাদের আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও অধিক কাজে আসে। তারা আমাদের বিপদে-আপদে, এবং দুঃখ-দুর্দশায় প্রথমে এগিয়ে আসে। সুন্দর ও ভ্রাতৃত্বময় সমাজ গঠনে তাদের সাথে ভাল ও নম্র ব্যবহার অপরিহার্য। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের নির্দেশ হল : **وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ** নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-সাথীদের সদ্ব্যবহার করবে। ৭

প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। তাদেরকে কথায়, কাজে এবং সম্পদে ও সম্মানে কষ্ট দেওয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ** যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। ৮

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ) قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : (الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ)

হযরত আবু হুরায়রা (রদি:) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? উত্তরে নবীজী বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। ৯



প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের কোন প্রকার কষ্ট-যন্ত্রণা না দেওয়া, তাদের সার্বিক সহযোগিতা করা, গরীব এবং অভূক্ত প্রতিবেশীদেরকে খাবার দেওয়া প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব। হাদীস শরীফে প্রতিবেশীকে অভূক্ত রেখে নিজে উদরপূর্তি খাবার খেলে সে ঈমানদার নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলের ভাষায় : كَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে অভূক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। ১০

ইসলাম ধর্মে প্রতিবেশীর হক বা অধিকার রক্ষার জন্যে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশী যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের এবং যে কোন মত বা আদর্শের হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তার অধিকার পালনের জন্যে প্রত্যেক মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। একজন উত্তরাধিকার ব্যক্তি বংশগত যে অংশ অনায়াসে পেয়ে থাকে একজন প্রতিবেশী ব্যক্তিও তার প্রতিবেশী ভাই-বোনের পক্ষ থেকে তার অধিকার ভোগ করা ইসলামে আবশ্যিক করে দিয়েছে। মহা নবীজীর হাদীসে একথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি ইরশাদ করেন :

مَا زَالَ يُوصِّنِي جِرِّيْلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ

জিবরাঈল (আ:) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী তাকিদ দিচ্ছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল তিনি তাদেরকে আমার ওয়ারিস করে দিলেন। ১১

অন্য হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেন : إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

যখন তুমি তরকারি পাকাবে তখন তাতে কিছু পানি অতিরিক্ত দিবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে হাদীয়া দিবে।

পৃথিবীর সকল মানুষের উদারনীতি ও সুন্দর আচরণের মনোভাব পোষণ ও মানবীয় স্বভাব প্রদর্শন ইসলামেরই শিক্ষা। তাই প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার ও তাদের কল্যাণ সাধন করা মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অনাথ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের নবী মানবিকতার কাণ্ডারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরম শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন স্থানে সমাজের সকল মানুষকে ইয়াতীম, দুঃস্থ ও মাযলুম মানুষের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্যে উৎসাহিত করেছেন। তিনি সকল মুসলমানকে পরস্পর ভেদাভেদ, দূরত্ব এবং হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সহোদর ভাইয়ের মর্যাদা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মুমিনগণ একে অপরের ভাই। ১৩

মহানবীজী ইরশাদ করেন: السَّخْلِيُّ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিবার। যে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে, সেই তার কাছে অধিক প্রিয়। ১৪

সৃষ্টিকর্তার দয়া, রাহুমাত ও করুণা লাভের অন্যতম উপায় হল তাঁরই দুর্বল ও অসহায় বান্দাহর দিকে সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। ইসলাম অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। অপরকে ভালবাসা, অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসা, বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের মহা শিক্ষা। এক মুসলিমের প্রাণ, দেহ, সম্মান, সম্পদ তথা জীবনের সবকিছু অপর মুসলিম ভাইয়ের নিকট অতি পুত পবিত্র। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, তার সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা কিংবা তাকে অপদস্ত করার মানসে অপরের কাছে সোপর্দ করা ইসলাম কখনো অনুমতি দেয় না। মুসলমানের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের সঠিক ও কল্যাণ সাধনের জন্যে; যা মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক দায়িত্ব। কমপক্ষে কেহ যেন কষ্ট না পায় কিংবা কারো প্রতি যেন অত্যাচার না হয়, এর প্রতি সচেতন থাকাই প্রত্যেক মুসলমান এর কর্তব্য। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ



তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি! মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বারণ করবে। ১৫

একজন মুসলিম যদি অপর মুসলমানের কথায় ও কাজে কষ্ট পায় তাহলে সে কখনো মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ এক মুসলমান অপর মুসলমান হতে সুখ, শান্তি ও স্নেহ-মমতা ব্যতীত কখনো দুঃখ ও কষ্ট আশা করতে পারে না। এটাই ইসলামী আদর্শ ও মহা নবীর শিক্ষা। তিনি ইরশাদ করেন :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

প্রকৃত মুসলমান হল যার জিহ্বা ও হাত হতে অপর মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। ১৬

মায়লুমকে সাহায্য করা এবং যালিমকে বাধা ও প্রতিহত করা ঈমানী দায়িত্ব। যালিম তথা অত্যাচারী যদি নিজ ক্ষমতা ও শক্তির দাপটে দুর্বলদের প্রতি যুলুম করে সে করুণাময় আল্লাহর রাহমাত ও নি'আমাত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। হযরত আউস ইব্ন শুরাহবিল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : **يَا لَيْمٌ مَعَ ظَالِمٍ يَفْقَهُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ** যে ব্যক্তি যালিমের সাথে শক্তি যোগায় অথচ তার জানা আছে, লোকটি যালিম; তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। ১৭

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা :

মাতাপিতার হক আদায় করার পর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব গড়ে তোলা এবং তাদের অধিকার পালনে সচেতনতা থাকা প্রত্যেক মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। পৃথিবীর মানুষ জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রে এক অপরের আত্মীয়। ইসলাম সমাজে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত রাখার জন্য আত্মীয়তার হক আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : **وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ**

এবং আত্মীয়তার হক আদায় কর। ১৮

তাকওয়াবানদের গুণাগুণ তুলে ধরতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে : **وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ** এবং তারা (মুত্তাকীণ) ধন-সম্পদের প্রতি নিজেদের প্রয়োজন ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনদের দান করে। ১৯

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈমানদারগণের ঈমানের দাবী। কোন ব্যক্তিকে কথায় বা কাজে মনোমালিন্য করতে নেই। কারো সাথে কোন কারণে মনোমালিন্য হলে সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তিন দিনের মধ্যে মুসলিমগণ পরস্পরের সম্পর্কে অবশ্যই স্বাভাবিক করে নেবে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা মুসলিম সমাজের জন্য চরম ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে মহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর বাণী উচ্চারণ করত : **لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ** ইরশাদ করেন :

কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সাক্ষাত পরিত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়। কেউ যদি তিন দিনের বেশি ভাইয়ের সাক্ষাত ত্যাগ করে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে সে জাহান্নামী। ২০
এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সমাজবন্ধন সুদৃঢ় রাখার ক্ষেত্রে ইসলাম চমৎকার ও কার্যকর সমাধান দিয়েছে।

সামাজিক সহাবস্থান :



ইসলাম বলে সমাজে এক অপরের সাথে সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও ঐক্যভাব বজায় রেখে বসবাস কর। এ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলের সাথে সমঝোতা ও সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

তাদের অধিকাংশের গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ নিহিত আছে, দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের মধ্যে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহা পুরস্কার দিব। ২১

এ আয়াত কারীমে তিনটি কাজকে উত্তম কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে- (১) দান-খয়রাত করা, (২) সৎ কাজ করা, (৩) পারস্পরিক শান্তি স্থাপন। সমাজে শান্তিময় ও সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক রক্ষা অপরিহার্য। সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে : তোমরা মুসলমানদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা এবং হৃদয়তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। ২২

পৃথিবীর যে কোন স্থানের ও যে কোন বর্ণের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও একাত্ববোধ বিরাজমান থাকা বাধ্যনীয়। মূলত পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্ক ও একাত্ববোধের মধ্যে মুসলমানদের শক্তি নিহিত রয়েছে।

অধীনস্থদের প্রতি সদ্যবহার : ইসলাম সাম্য, ঐক্যতা এবং মানবতার ধর্ম। সহানুভূতি এবং পরোপকারের এমন দৃষ্টান্ত এ ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে কোন মানুষ তার সকল কাজ একা সম্পন্ন করতে পারে না। বিশেষত বর্তমান এই কঠিন শিল্পায়নের যুগে জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। যে কোন কর্মস্থলে ব্যক্তি ব্যক্তির অধীনে কাজ করে থাকে। তার অধীনে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর একটি দায়িত্ব বর্তায়। প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং সমন্বয়ে কাজটি সফলতার চূড়ায় পৌঁছায়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সকল দায়িত্বশীল উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সাথে সদ্যবহার করে এবং তাদের প্রতি সর্ব প্রকার যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। সাইয়্যিদুল রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُجَدُّهُ وَلَا يُحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَأَشَارَ بِبِكَبِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَسْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الشَّرُّ أَنْ يُحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

মুসলমান মুসলমানের ভাই; সে তার প্রতি অত্যাচার করতে পারে না এবং তাকে অপদস্থ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে না। তিনি বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির পক্ষে মন্দ কর্ম এটাই যথেষ্ট, এক মুসলিম তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করা। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম তথা নিষিদ্ধ। ২৩

ঘরের সেবক-সেবিকা, গৃহকর্মী এবং আমাদের কাজে কর্মে নিত্যদিনের খাদেম শ্রমিকদের প্রতিও ভাল ব্যবহার করা ইসলামের মহা শিক্ষা। তাদের কর্ম ও অবদানকে কথায় ও কাজে স্বীকৃতি প্রদান করাই একজন মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রিয় রাসূলের দশ বছর ধারাবাহিক সেবা করেছেন, কোন



দিন তাকে প্রিয় রাসূল কোন কাজের জন্য তিরস্কার করেন নি এবং হুমকি-দমকি দিয়ে খাটো করেন নি।

আমাদের সেবক-সেবিকা ও অফিস আদালতের কর্মচারী এবং কারখানা-ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক-জনতা আমাদের জীবন ধারণের অতীব প্রয়োজনীয় সহযোগী। মানুষের জীবন উন্নয়নে সমাজে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সমাজে এ সকল শ্রমিক মালিক কর্তৃক প্রাত্যহিক উপেক্ষিত হচ্ছে আর হারাচ্ছে তাদের জীবনের মান মর্যাদা। অথচ ইসলাম তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ণ করেছে এবং তাদের অবদান ও কীর্তি বরাবরে গুরুত্ব দিয়েছে। তাদের প্রাপ্য হক ও অধিকার যথাসময়ে আদায় করার জন্য মানবতার কাগুরী মহা নবী কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন : **أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ** : তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে প্রাপ্য পরিশোধ কর। ২৪

আজকের সমাজে ক্রীতদাস প্রথা নেই ঠিক, তবে অধীনস্থদের প্রতি যুলুম-অত্যাচার চলতে থাকে বিভিন্নভাবে। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অধীনস্থ ও সেবকদেরকে ভাইয়ের মর্যাদা দিতে বলেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেন, তারা আমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো, যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দিবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয় তবে যেন তাকে সাহায্য করে। ২৫

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ) জেরুজালেম সফরে উটে চড়া ও উট টেনে নেয়ার ব্যাপারে নিজ ও ভৃত্যের মধ্যে যে পালাক্রম ঠিক করলেন, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল।

উপহাস পরিহার করা :

উপহাস মানে হয় প্রতিপন্ন করা, অপরকে খাটো মনে করা এবং অবজ্ঞা করা। কোন মানুষকে হয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে শ্রোতাদের হাসির উদ্বেক হয়। একে বলে উপহাস। উপহাস বিভিন্ন দিকে হতে পারে; যেমন : কাজে, কথায়, ভাব-ভঙ্গিতে বা আকার-ইঙ্গিতে। আবার এ উপহাস বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হতে পারে; যেমন : নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কিংবা অপরকে অপমান ও হয় প্রতিপন্ন বা খাটো করা। এতে অপরের অন্তর দুঃখে জর্জরিত হয় বিধায় আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে তা হারাম করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ** হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। ২৬

আমরা যদি পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করত নিন্দা ও উপহাস বর্জন করতে পারি, তাহলে মুসলিম সমাজে দূরত্ব ও ভেদাভেদ মূলোৎপাটিত হয়ে তদস্থলে শান্তি ও কল্যাণ রচিত হবে নিঃসন্দেহে।

অহেতুক ধারণা বর্জন করা :

মুমিনের অন্তর সমূহ কপটতা, কুচিন্তা এবং মন্দ ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রমান ছাড়া কোন মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা বা অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অপর সম্পর্কে (প্রমানবিহীন) অহেতুক অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ (অহেতুক) অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। ২৭

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমন অমূলক ধারণা না করার জন্য সতর্কতা বাণী উচ্চারণ



করেছেন : **إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ** সাবধান! তোমরা অহেতুক ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাক। কেননা অহেতুক ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা। ২৮

মুসলিম সমাজে পরস্পর শান্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম আমল হল অপরের গীবত, অপবাদ ও ছিদ্রাশ্বেষণ পরিহার করা। এ সকল আমল একে অপরের মধ্যে ঘৃণা ও ক্ষোভের কারণ হয়। ভালবাসার পরিবর্তে হিংসার মনোভাব সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের অন্তর এ সকল কপটতা ও ঘৃণ্য মনোভাব থেকে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কুরআনুল কারীমে গীবত করাকে অপর ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা'আলা তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। ২৯

সালাম আদান প্রদান করা :

সালাম ইসলামের কুশল বিনিময়ের অতীব সুন্দর ও কার্যকরী সংস্কৃতি। সালাম আদান-প্রদানের রীতি মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম উপায়। সালাম আদান-প্রদানে পরস্পর কাছাকাছি আসার পরম সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং হিংসা, রাগ ও ক্ষোভ বিদূরিত হয়ে সম্প্রীতি বন্ধনে এক আনুকূল্য আবহ সৃষ্টি হয়। সালামের মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে দু'আ করা এবং মনের মিল হয়। মহা নবীজী এক মুসলমান অপর মুসলমানের মধ্যে ছয়টি অধিকার পালন করার জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি সালামের উত্তর দেওয়া। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সালামের প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত ফলপ্রসূ আমল। হযরত আবু উমামাহু আল বাহিলী (রাদি:) এঁর বর্ণিত হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেন : **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمُ السَّلَامُ**

নিশ্চয় ঐ মুসলিমই সবচেয়ে উত্তম, যে তাদের মধ্যে প্রথমে সালাম বিনিময় করে। ৩০

সালাম আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের একটি। নবীজী শিশু-কিশোর এবং মহিলাসহ সকল স্তরের মানুষকে সালাম আদান প্রদানে দারুণভাবে উৎসাহিত করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহিমা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রাদি:) হতে বর্ণনা করেন :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غُلَمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শিশুদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন। অর্থাৎ সালামের শিক্ষা দিলেন। ৩১

সালাম মানুষকে ভদ্র, সভ্য এবং বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়। এতে অহংকার, গর্ব এবং গৌড়ামী ভস্মিভূত হয় এবং সমাজ ও পরিবারে মহানুভবতা, দয়া, মমতা এবং হৃদ্যতা কায়ম হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী তাঁর রচিত শু'আবুল ঈমানে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাদি:)’র বাচনিক বর্ণনা করেন **الْبَادِيُّ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ** প্রথম সালাম প্রদানকারী সমূহ অহংকার থেকে পুত পবিত্র। ৩২

কুরআন-সুন্নাহর পথে পরিচালিত সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থাই একমাত্র ইহ-পরকালীন নাজাত, কল্যাণ এবং সমৃদ্ধির পথ সুগম করতে পারে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুক, আমীন।



তথ্যসূত্র :

- (১) আল্ কুরআন, সূরা আন্ নিসা, ৪ : ১ । (২) আল্ কুরআন, সূরা আল্ বাকারা, ২ : ৩৫ ।
 (৩) আল্ কুরআন, ৫৭ : ২৭ । (৪) ইমাম রাযী, মাফাতীহুল গায়ব, দ্বাদশ খন্ড, পৃ: ৪১৪ ।
 (৫) আল্ কুরআন, ৩ : ১০৩ । (৬) আল্ কুরআন, ৩ : ১১০ । (৭) আল্ কুরআন, ৪ : ৩৬ । হাদীস শরীফে হক
 বা অধিকার অনুসারে প্রতিবেশীকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে । যথা : (১) এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী- যারা
 আত্মীয় ও মুসলিম নয়, (২) দুই হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী- যারা আত্মীয় নয়, কিন্তু মুসলিম, (৩) তিন হক বিশিষ্ট
 প্রতিবেশী- যারা আত্মীয় ও মুসলিম । (সূত্র : উক্ত আয়াতের আলোকে তাফসীর ইব্ন কাসীর)
 (৮) খতীব তিবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ্ । (৯) সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম । (১০) শু'আবুল ঈমান লিল
 বায়হাকী এর সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ: ৪২৪ । (১১) ইমাম বুখারী, আস্ সহীহ্, হাদীস নং ৬০১৪ ।
 (১২) ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ্, হাদীস নং ২৬২৫ । (১৩) আল্ কুরআন, সূরা হুজরাত, ৪৯ : ১০ ।
 (১৪) ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৭০৪৮ । (১৫) আল্ কুরআন, সূরা আলি 'ইমরান, ৩ : ১১০ ।
 (১৬) ইমাম বুখারী, আস্ সহীহ্ হাদীস নং ১০ । (১৭) ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৭২৬৯ ।
 (১৮) আল্ কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ১৭ : ২৬ । (১৯) আল্ কুরআন, সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭ ।
 (২০) ইমাম আবু দাউদ আস্ সিজিস্তানী, আস্ সুনান, হাদীস নং ৪৯১৪ । (২১) আল্ কুরআন, সূরা নিসা, ৪ : ১১৪
 (২২) মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ: ৪২২ । (২৩) ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ্, হাদীস নং ২৫৬৪ ।
 (২৪) ইমাম ইব্ন মাজাহ, আস্ সুনান, হাদীস নং ২৪৪৩ । (২৫) ইমাম বুখারী ও মুসলিম, আস্ সহীহাঈন ।
 (২৬) আল্ কুরআন, সূরা হুজরাত, ৪৯ : ১১ । (২৭) আল্ কুরআন, সূরা হুজরাত, ৪৯ : ১২ ।
 (২৮) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহাঈন । (২৯) আল্ কুরআন, সূরা হুজরাত, ৪৯ : ১২ ।
 (৩০) ইমাম আবু দাউদ, আস্ সুনান, হাদীস নং ৫২৯৭ । (৩১) ইমাম বুখারী ও মুসলিম, আস্ সহীহাঈন ।
 (৩২) খতীব তিবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ্ পৃ: ৪০০ ।

নিউ টোটাল মেডিকেল কেয়ার

NEW TOTAL MEDICAL CARE

সকল প্রকার দেশী-বিদেশী ঔষধ পাইকারী বিক্রেতা

প্রোপ্রাইটর : ওমর ফারুক, মোবাইল : ০১৮১৫-৬৪১৬৬৭



36, K.B. Fazlul Kader Road
Chawk Bazar, Chittagong.

যোগাযোগ : লিটন- ০১৮১৫-৩৫১৫২০, রোকন- ০১৮১৪-৩১৫৬৯৭

মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার এর সামনে



বিহমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইমামুল আউলিয়া হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী
মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)
প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার মূল রওজা শরীফ

পিতা-হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ মতি উল্লাহ (রহঃ)

পিতামহ-হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ (রহঃ)

মাতা-হজরত সৈয়দাতুল কোবরা খায়েরউন্নেছা (রহঃ)

মাতামহ-হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ছানাউল্লাহ মোহমেন শাহ্ (রহঃ)

গ্রাম-হাপানিয়া, থানা-ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম



সৌজন্যে : আজুমাণে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

গ্রাম-মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।















বিহ্মিলাহির রাহমানির রাহিম

ইমামুল আউলিয়া হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার
মূল রওজা শরীফ সংলগ্ন পূর্ব কক্ষে শায়িত পুণ্যাত্মাগণের পরিচিতি

“গাউছধন সৃজিয়া বিধি কেরামত জাহির ইত্যাদি।

উজ্জল রাওশন করিয়াছে ত্রিজগত মাঝার ৷”

১। কুতুবুল এরশাদ হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাগুরী (কঃ)-হজরত কেবলা কাবার ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলিফা-প্রকাশ ছোট মওলানা ছাহেব কেবলা কাবা। 	২। হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাগুরী (কঃ)-হজরত কেবলা কাবার একমাত্র পুত্র ও খলিফা 	৩। হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ মীর হাছান মাইজভাগুরী (রহঃ)-হজরত ছাহেব কেবলা কাবার আদরের নাতি। 
৪। সৈয়দাতুল কোবরা হজরত লুৎফুল্লাহ ছাহেবানী (রহঃ)-হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার বিবি ছাহেবানী 	৫। হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল হামিদ (রহঃ)-হজরত আমিনুল হক ওয়াছেল (কঃ) প্রকাশ ছোট মওলানা ছাহেব কেবলা কাবার পিতা। 	৬। হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ মতি উল্লাহ (রহঃ)-হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার পিতা। 
৭। উম্মুল মোছলেমীন সৈয়দা খায়রুল্লাহ ছাহেবানী (রহঃ)-হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার মাতা ছাহেবানী। 	৮। শাহ্ জাদী সৈয়দা জেবুল্লাহ ছাহেবানী (রহঃ) কুতুবুল আক্কাব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগুরী (কঃ) এর বিবি ছাহেবানী। 	৯। হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল করিম (রহঃ)- কুতুবুল আক্কাব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগুরী (কঃ) এর পিতা। 
১০। শাহ্জাদী সৈয়দা মোশাররফ জান বেগম ছাহেবানী (রহঃ)-কুতুবুল আক্কাব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগুরী (কঃ) এর মাতা ছাহেবানী। 	১১। শাহ্জাদী সৈয়দা আনোয়ারুল্লাহ (রহঃ)-হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার একমাত্র কন্যা। 	১২। শাহ্জাদী সৈয়দা মেহেরুল্লাহ ছাহেবানী (রহঃ)-প্রকাশ ছাহেবানী মাতা ছাহেবানী। 



বিভিন্ন ভাষা চর্চায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অবদান

মওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল নোমানী

অধ্যক্ষ : আল আমিন বারীয়া ফাযিল মডেল মাদ্রাসা।

ভূমিকা :

ভাষা একমাত্র খোদার দান। ভাষা ছাড়া কোন মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। এ ভাষা জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন শুধু মানব জাতিকে। তাইতো মানুষ তার বিবেক ও ভাষার কারণে সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিভিন্ন ভাষা চর্চায় মহানবীর (সঃ) অতুলনীয় অবদান রয়েছে। আরবী, সেমিটিক, ফার্সী ও হিব্রু তুর্কী ইত্যাদি ভাষা মহানবীর (সঃ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনায় সাহাবীরা চর্চা করেছিলেন। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাহাবীদের তিনি ভিন্ন দেশীয় ভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহজতার প্রেক্ষিতে মানুষ স্বদেশীয় মাতৃভাষা চর্চা করে চলে। বাংলাদেশের মানুষের ক্ষেত্রেও তার ভিন্নতা ঘটেনি। এ দেশের মানুষ বাংলা ভাষার চর্চা ও স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে অধিকার আদায়ে অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন-যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

স্বদেশী ভাষা চর্চায় মহানবীর (সঃ) ভূমিকা :

আরব শ্রেষ্ঠ জাতি, সে জাতির ভাষাও সব ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেখানে তাসরীফ এনেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। স্বদেশী ভাষা হিসেবে তিনি আরবী ভাষাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যা তাঁর এ বাণীতে ফুটে উঠে। তিনি এরশাদ করেন-

‘আহিব্বুল আরবা লিহালাছিন লিআন্নি আরবীয়ুন ওয়াল কুরআনু আরবীয়ুন ওয়া কালামু আহলিল জান্নাতে আরবীয়ুন।’

‘হে মু‘মিনগণ! তোমরা তিন কারণে আরব মুসলিমকে ভালবাস। কেননা আমি রাসূল আরবী, কুরআন আরবী ও জান্নাতবাসীর ভাষা আরবী।’ ১

ভাষা চর্চায় নবী করীম (সঃ)র অবদান :

বিভিন্ন ভাষা চর্চায় মহানবী ও ইসলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দাওয়াত কার্য পরিচালনা করার সময় নবী করীম (সঃ) বিভিন্ন ভাষায় চিঠি লিখতেন। পত্র বাহকরা রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করে যেতেন। রাজা-বাদশাদের দরবারে গিয়ে তাদের স্ব-স্ব ভাষায় ইসলামের মহত্ব তাদের নিকট তুলে ধরতেন সাহাবীরা। তিনি ভিন্ন ভাষা চর্চা করতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধও করতেন। এর জ্বলন্ত প্রমাণ মিলে হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রঃ) বর্ণিত এক হাদীসে। তিনি বলেছেন, রাসূলে পাক (সঃ) আমাকে সুরিয়ানী বা সেমিটিক ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছেন। ২

মহানবী (সঃ) বিভিন্নভাবে ভিন্ন দেশীয় ভাষা চর্চা করেছেন তা নিম্নে বর্ণনা করা হল :

ক. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বৈচিত্রময় ভাষা ও বর্ণ দিয়ে। কুরআন মজীদে তিনি বলেন- “ওয়া মিন আয়াতিহী খলকুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরছি ওয়াখতিলাফু আল-সিনাতিকুম ওয়া আল-



ওয়ানিকুম, ইন্না ফী যালিকুম লা-আয়াতিল লিল্ আলিমীন ।”

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমান-যমীন সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতা । নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাদি । ৩

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভাষার বৈচিত্র্য দান করেছেন, তাই কেউ আরবী, কেউ ফার্সী, কেউ হিব্রু, কেউ ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে । ইসলামের প্রচার-প্রসারের ফলে ভিন্ন দেশি ও ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণ রাসুলের দরবারে উপস্থিত হতেন । তিনি তাদের প্রত্যেকের ভাষা অনুযায়ী কুরআনের অমীয়া বাণীকে বুঝাতেন । সাহাবীদেরকেও বিভিন্ন ভাষা চর্চা করার প্রতি উৎসাহিত করতেন । তাইতো তাঁরা বিদেশী ভাষায় ভিন্ন দেশি লোকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন । তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলে মক্কা বিজয়ের ঘটনায় । সেখানে এক ইরানী বসবাস করতেন যিনি আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । যে কারণে তিনি রাসুলের নসীহতমূলক কথাগুলোকে ফার্সী ভাষীদের নিকট ফার্সী ভাষায় তুলে ধরতেন । কাজেই রাসুলের দরবারে আরবীর পাশাপাশি ফার্সী ভাষারও চর্চা হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ।

খ. নবী (সঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আরব-আযম সকলের প্রতি সার্বজনীনভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট পত্র লিখে দূত পাঠাবেন । এতদুদ্দেশ্যে নবী (সঃ) ছয়জন সাহাবীকে নির্বাচন করলেন । তাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন । যে দেশের যে ভাষা-অধিবাসীদেরকে তাদের ভাষায় রাসুলের নির্দেশাবলি পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের । এ প্রসঙ্গে ইব্ন সা’দ আত্ তাবকাত আল কুবরা খন্ড ২৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন-

যখনই রাসূল (সঃ) দূত প্রেরণের মনস্থ করলেন তখনই কোন এক সাহাবী তাঁর খেদমতে এসে আরজ করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! রাষ্ট্রপ্রধানগণ সীল মোহর ব্যতীত কোন পত্রকে গুরুত্ব দেবেন না । সাথে সাথে তিনি ‘মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ’ খচিত সীলমোহর তৈরীর নির্দেশ দিলেন । সেদিনই উক্ত ছয়জন দূত পত্রাদি নিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রধানগণের দিকে বের হয়ে পড়েন । যে দূত যে ভাষায় পারদর্শী সে দূতকে তিনি সে রাষ্ট্রে প্রেরণ করেছিলেন । ৪

গ. রাসূল (সঃ)’র দরবারে মতান্তরে দশ, বাইশ ও তেতাল্লিশ জন পর্যন্ত অহী লিখক ছিলেন । তাঁদেরকে বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত্ব করতে তিনি উৎসাহিত করতেন । এক সময় তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত যাদ বিন ছাবিত রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সুরিয়ানী ও হিব্রু ভাষা শিখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন । ফলে তিনি মাত্র সতের দিনে কয়েকটি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন ।

ঘ. দূত প্রেরণের ধারাবাহিকতায় আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর বিন উমাইয়া আল-ছামরী (রাঃ) প্রেরিত হন । তিনি বাদশাকে বললেন-হে আসহাম! (তাঁর মূল নাম ছিল আসহাম বিন আবজার) চিঠি পড়া ও বুঝানোর দায়িত্ব আমার, শনার দায়িত্ব আপনার । তিনি পত্রটি আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করে নাজ্জাশীর সামনে পড়ে শুনালেন । বুঝা যায়-সাহাবীরা শুধু বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করেননি; তাঁরা রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করতেন ।

হযরত দিহয়াতুল কলবী (রাঃ) রাষ্ট্রদূত হিসেবে রোম সম্রাট হিরকল’র প্রতি প্রেরিত হন । তিনি ভাষ্যকারের ভূমিকা পালন করেছিলেন ।

মিশরের বাদশা মুকাউকিসের প্রতি প্রেরিত হন হাতিব বিন আবী বলতা (রাঃ) । বাদশা কিসরার প্রতি হযরত



আবদুল্লাহ বিন হুযাইফা (রাঃ)। এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট প্রেরিত পত্রাবলিতে পবিত্র কুরআন ও ইসলাম ধর্মের প্রতি দীক্ষিত হওয়ার আমন্ত্রণ লিপিবদ্ধ থাকতো। বাহক সাহাবীগণ পত্রে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। নবীর (সঃ) প্রত্যক্ষ নির্দেশে সাহাবীরা প্রয়োজন মারফিক বিভিন্ন ভাষা চর্চা করতেন। ৫

৬. বিভিন্ন দেশের অনারবী অনেক সাহাবী রাসুলের সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইরানের হযরত সালমান ফার্সী ও আফ্রিকার হযরত বিলাল হাবশী (রাঃ) উল্লেখযোগ্য। হযরত সালমান ফার্সী মতান্তরে ইস্পাহানবাসী ছিলেন। প্রথমতঃ নাসারা ধর্মাবলম্বী সুদক্ষ আলিম ছিলেন বিধায় বিভিন্ন ভাষার ধর্মগ্রন্থ চর্চা করতেন। সবচেয়ে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। ৬

হযরত বিলাল (রাঃ) সিরিয়া, দামেস্ক সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্ব-স্ব দেশের ভাষায় লোকদের নিকট ইসলাম প্রচার করে যেতেন। এতে বুঝা যায়-ভিন্ন দেশীয় ভাষা চর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

৮. আব্বাসী জাহিয় বর্ণনা করেন-মুসা বিন সাইয়্যার আল অসওয়ারী (রাঃ) আরবী ভাষার পাশাপাশি ফার্সী ভাষার অলংকারিত্ব ও শৈল্পিকতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিলেন। তিনি মজলিসে তাকরীর করার সময় তাঁর ডান পাশে বসতেন আরবরা। আর বাম পাশে বসতেন পারস্যবাসীরা। উভয় পার্শ্বের লোকদেরকে স্ব-স্ব ভাষায় নসীহত করতেন। সাহাবীদের পদাংক অনুসরণ করে হাদীস-ফিকাহুর ইমাম ও মুজতাহিদগণ যুগোপযোগী বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শিতা রাখতেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা, হযরত মালিক, হযরত শাফেয়ী, হযরত মুহাম্মদ ও হযরত আবু ইউসুফ (রাঃ) প্রমুখ আরবী ভাষা ছাড়াও কয়েক ভাষায় দ্বীনি জ্ঞান চর্চা করে যেতেন। এমনকি হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) আরবী ভাষী হয়েও ফার্সী ভাষায় গবেষণা করতেন দ্বীনি বিষয়াদি। এভাবে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফতি, মুফাছির ও ইমামগণ আরবী, ফার্সী, হিন্দী, উর্দু, পুস্তু অনেক ভাষায় দক্ষ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে চতুর্দশ হিজরীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা (রাঃ) ঐর নামোল্লেখই যথেষ্ট। তিনি স্বীয় রচিত ‘আল-আতায়ান নবভিয়্যা ফিল ফাতাওয়ায় রিয়ভিয়্যা’ সংক্ষেপে ফতোয়া-ই রিয়ভিয়্যা সহ অনেক গ্রন্থে প্রশ্নকর্তার ভাষা অনুপাতে বিভিন্ন ভাষায় উত্তর প্রদান করেছেন।

উপসংহার : মাতৃভাষা নিজের মনোবাসনা অনুযায়ী ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। যে কারণে যথার্থভাবে তা চর্চা করা আবশ্যিক। তবে প্রয়োজনের খাতিরে বিজাতীয়দের ভাষা শিক্ষা করা দোষনীয় নয়। কিন্তু তা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে নয়। তাই কবি আবদুল হাকিম কবিতার সূরে বলছি-

যে সব বঙ্গতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্য নির্ণয় ন জানি
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুড়ায়, নিজ দেশ তেয়োগী কেন বিদেশ ন যায়।

মাতৃভূমি ও ভাষাকে ভালবাসা অপরিহার্য। মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা বাংলা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধিত হোক-সে প্রত্যাশাই রইল।

তথ্যাবলী :

১। মিশকাত শরীফ, মানাকিবে কুরাইশ, পৃষ্ঠা ৫৫৩। ২। মিশকাত শরীফ, বাবুস সালাম, পৃষ্ঠা ৩৯৯।

৩। আল-কুরআন, সূরা রুম, আয়াত ২২।

৪। ড. আবদুল অদুদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃষ্ঠা ১৭।

৫। তরজমা আল-মাআনী আল-কুরআনিয়া, পৃষ্ঠা ৮১। ৬। মিশকাত, আসমাউল রিজাল।



প্রসঙ্গ : একান্ত অপারগতায় চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অখিয়র রহমান

প্রধান মুফতি : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

শারীরিক অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে চেয়ারে বসে নামায বৈধ হবে :

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের মুফতি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে (যা স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ১লা জুন ২০১৫ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়) উল্লেখ করা হয় যে, নামায আদায়ের শরিয়তসম্মত বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত বিধি-বিধান বিভিন্ন হাদীসে যা পাওয়া যায়, তাতে তিনটি অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে, (খ) অসুস্থ হলে বসে বা শুয়েও নামায আদায় করা যাবে, (গ) ইশারায় রুকু-সিজদা আদায়ের মাধ্যমে করা যাবে। সাহাবাদের সময় থেকে যুগ যুগ ধরে বিকল্প পন্থা হিসেবে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। এসব কারণে অসুস্থ অবস্থায়ও চেয়ারে বসে নামায আদায় জায়েজ হবে না, মসজিদে চেয়ার রাখা যাবে না- ফতোয়ার বিজ্ঞপ্তিতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফতোয়া প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পরদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকেও বিষয়টি আলোচনায় উঠে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এ ফতোয়ার সঙ্গে একমত নন দেশের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম। এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে শীর্ষস্থানীয় মাদ্রাসার বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ ওয়র অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে এবং রুকু ও সিজদা করতে সক্ষম মুসল্লিদের জন্য না দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসে বা নামাযে বৈঠকের মত বসে অথবা শুয়ে নামায আদায় করলে উক্ত নামায ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক শুদ্ধ হবে না। যেহেতু সক্ষম ও সামর্থ্যবান নামাযির জন্য ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায দাঁড়িয়ে, সূরা-ক্বিরাত, রুকু-সিজদা ইত্যাদিসহ আদায় করা ফরয। আর যে মুসল্লি জটিল রোগ ও শারীরিক কঠিন সমস্যার কারণে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে এবং যথাযথভাবে রুকু-সিজদা আদায় করতে সম্পূর্ণ অক্ষম তিনি নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসে অথবা স্থায়ী সুবিধা অনুযায়ী জমিনে বসে সূরা ক্বিরাত পড়ে রুকু-সিজদা ঝুঁকে (রুকু হতে সিজদা আদায়ে একটু বেশি ঝুঁকবে। নামায আদায় করবে। আর যদি বসেও নামায পড়তে সক্ষম না হয়, তখন শুয়ে মাথা ও মুখমন্ডল ক্বিবলার দিকে করে সূরা-ক্বিরাত পড়ে ইশারা-ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা আদায় করবে। যা কিতাবুল হিদায়া, ফাতহুল ক্বদির, শরহুল বেকায়া, আদদুররুল মোখতার, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়াসহ বিভিন্ন ফিকহ-ফতোয়া গ্রন্থে অসুস্থ ব্যক্তির নামায অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

তবে কোন মুসল্লি যদি বিশেষ ওয়র/জটিল সমস্যার কারণে দাঁড়িয়ে এবং নামাযের বৈঠকের মত বসে বা জমিনে বসে এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করে নামায পড়তে অপারগ ও অক্ষম হয়, তখন তিনি চেয়ারে বসে সূরা-ক্বিরাত পড়ে রুকু-সিজদায় ঝুঁকে নামায আদায় করবে। ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী তাঁর নামায হয়ে যাবে। তবে নামাযের বৈঠকের মত বসে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কালে নামাযির সামনে টেবিল ও উচু কিছু/বেঞ্চ



বা বালিশ রেখে সিজদা আদায়ের অনুমতি নেই। হাদীস শরীফ ও ফিকহ-ফতোয়ার বর্ণনা দ্বারা তা নিষিদ্ধ। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম মুসল্লি যদি জমিনে বসে নামায আদায় করতে পারে সে অবশ্যই জমিনে বসে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মোয়াক্কাদা নামায আদায় করবে। জমিনে বসে নামায আদায়ে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে তখন উক্ত মুসল্লি চেয়ারে বসে রুকু-সিজদায় ঝুঁকে নামায আদায় করবে। উল্লেখ্য থাকে যে, বাংলাদেশ, মিশর ও আরব বিশ্বসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফে অক্ষম ও জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যারা দাঁড়িয়ে ও নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসতে অপারগ, তারা চেয়ারে বসে সূরা-ক্বিরাত পড়ে, রুকু-সিজদায় ঝুঁকে নামায আদায় করছেন। মক্কা ও মদীনা শরীফের মুফতি সাহেবানসহ বিশ্বের কোন অভিজ্ঞ ফকিহ উক্ত পন্থাকে সুস্পষ্টভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দেন নি। বরং মসজিদে হারাম ও মসজিদে নাবাবিতে কর্তৃপক্ষ এ ধরনের রোগী ও অক্ষম মুসল্লিদের জন্য অসংখ্য চেয়ারের ব্যবস্থা রেখেছে। যেহেতু প্রিয়নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণ একান্ত অপারগ ও অক্ষম নামাযির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে নিষেধ করেন নি। সেহেতু এটাই বৈধ ও মুবাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর ইসলাম ধর্মের অন্যতম একটি মূলনীতি হল শরীয়তের বিধান ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করা ও জটিলতা সৃষ্টি না করা। যা হাদীসে রসূল দ্বারা প্রমাণিত। বিশেষ প্রয়োজনে অনেক নিষিদ্ধ বস্তুও মুবাহ/জায়েজ হয়ে যায়। (কিতাবুল আশবাহু ওয়াল্লাযায়ের কৃত: ইমাম ইবনে নুজাইম মিশরী হানাফী রহ.)

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মুফতি মুনিবুর রহমান তাঁর রচিত তাফহিমুল মাসায়েল তৃতীয় খন্ড ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত ফায়সালা প্রদান করেছেন। মাসিক তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগে একাধিকবার উক্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং “চেয়ারে বসে নামায আদায় জায়েজের প্রমাণ নেই”, “চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বৈধতা দানের অবকাশ থাকে না” এবং “চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ নয়” এ ধরনের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। উপরোক্ত ফায়সালায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার বিশিষ্ট ফকিহ আল্লামা কাজী আবদুল ওয়াজেদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, চট্টগ্রাম সোবহানীয়া আলিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী, জামেয়ার প্রধান মুফাস্সির আল্লামা কাজী সালেকুর রহমান আল-কাদেরী, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ইসলামিক স্টাডিস বিভাগের প্রফেসর আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-কাদেরী আল-আযহারী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও জামেয়ার মুফাস্সির আল্লামা বখতিয়ার উদ্দীন, জামেয়ার আরবী প্রভাষক আল্লামা মীর মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিস বিভাগের প্রভাষক মুফতি হামেদ রেযা নঈমী, চট্টগ্রাম অক্সিজেন কেন্দ্রী জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান প্রমুখ।

আল্লামা প্রফেসর মুফতি মুনিবুর রহমান উপরোক্ত বিষয়ে বলেন- “মাযুর তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম নামাযি বসে নামায আদায় করবে। যদি জমিনের উপর বসা তার জন্য কঠিন হয় তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে পারবে। তবে রুকু-সিজদা ইশারায় আদায় করবে। রুকুর জন্য নিয়ম মত ঝুঁকিবে আর সিজদার জন্য একটু বেশি ঝুঁকিবে। এটাকে ইশারায় রুকু-সিজদা করা বলা হয়। সামনে কোন মেঘ, কাঠ জাতীয় কিছু অথবা বেঞ্চ রেখে তার উপর সিজদা যেন না করে। করলে মাকরুহে তাহরীমি হবে।” (তাফহিমুল



মাসায়েল, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১-৬২)

ইসলামী শরিয়তের অন্যতম ফিকহ গ্রন্থ হিদায়ার বর্ণনা করা হয়েছে- “যে মুসল্লি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম সে বসে নামায আদায় করবে আর সিজদা করার জন্য কোন কিছু চেহারা বা কপালের দিকে উঠাবে না। যেহেতু হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যদি তুমি জমিনে সিজদা করতে সক্ষম তবে জমিনে সিজদা করবে। আর যদি জমিনে সিজদা করতে সক্ষমতা না রাখ তবে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করে সিজদা আদায় করবে।” (হিদায়া, সলাতুল মারিদ, ১ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, কৃত: ইমাম ফরগানী মরগিনানী হানাফী)

ইমাম বাজ্জাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন- হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন তখন তিনি (অসুস্থ সাহাবী) জমিনে বসে বালিশ/তাকিয়ার উপর সিজদা আদায় করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্মুখ হতে বালিশ সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি (রুগ্ন সাহাবী) কাঠ নিলেন তার উপর সিজদা করার জন্য। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও সরিয়ে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন- যদি তুমি জমিনের উপর সিজদা করতে সক্ষম তবে জমিনের উপর সিজদা কর আর যদি অক্ষম তবে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করে সিজদা করবে। (হাশিয়ায়ে হিদায়া আরবী, কৃত: আবদুল হাই লখনবী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪)

সুতরাং যারা দাঁড়িয়ে বা জমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম তাদের জন্য চেয়ারে বসে সূরা-ক্বিরাত পড়ে রুকু-সিজদায় মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় নামায আদায় করা বৈধ ও জায়েজ। তবে দাঁড়িয়ে অথবা জমিনে বসে নামায আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সুযোগ গ্রহণ করবে না, এটা একমাত্র দাঁড়িয়ে ও জমিনে বসে নামায আদায়ে অপারগ ও সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তির জন্য। আর নফল ও সুন্নাতে যায়েদা নামায সক্ষম ও সামর্থবানের ক্ষেত্রেও জমিনে বসে আদায় করা বৈধ। তবে ফজিলত ও সওয়াব কমে যাবে।

উল্লেখ্য, প্রিয় নবী, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেঈন, মুজতাহিদ, ইমামগণ কেউ চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। একথা বলে অক্ষম মুসল্লিদের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করাকে অবৈধ বলা যাবে না। যেহেতু তাঁরা কেউ নিষেধ করেছেন তার প্রমাণও পাওয়া যায় না। সে কারণে এটা বৈধ ও জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া (ক) চেয়ারে বসা অবস্থায় মাথা-কপাল মাটি হতে দূরে সরে যাচ্ছে, (খ) মসজিদে চেয়ার ঢুকিয়ে আসন গ্রহণ করা রাজাধিরাজ, শাহেনশাহ, আহকামুল হাকিমীনের শাহী দরবারের আদব পরিপন্থি, (গ) চেয়ার দ্বারা মসজিদের কাতারের বিঘ্ন ঘটে, (ঘ) মসজিদের চেয়ারে আসন পাতায় বিধর্মীদের সঙ্গে সদৃশ্য থাকে ইত্যাদি এসব কথা অনর্থক ও অযৌক্তিক। যেহেতু চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বৈধতা একমাত্র অপারগ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য, সকলের জন্য নয়। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার না হওয়ার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের প্রতি আহ্বান জানাই।



ইসলামে মালিক-শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী

সহকারী অধ্যাপক (আরবী) : রাসুনিয়া নূরুল উলুম ফাযিল মাদরাসা

পৌর এলাকা, রাসুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রারম্ভিকা :

মানুষের হালাল জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে শ্রম। মানুষের পার্থিব জীবন যাতে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত না হয় সে জন্য ইসলাম পরিশ্রম করাকে উৎসাহিত করেছে একই সাথে এটিকে ইবাদত হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে পাকের সূরা আনুজম (৩৯-৪১) নং আয়াতে রয়েছে-

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (৩৯) وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى (৪০) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى (৪১)

অনুবাদ : এবং এ যে মানুষ পাবেনা, কিন্তু আপন প্রচেষ্টা এবং এ যে, তার প্রচেষ্টা শীঘ্রই দেখা যাবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান দেয়া হবে;

অর্থাৎ শ্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর তাগিদ দিয়ে মহান আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সূরা রাদ : ১১) হালাল উপার্জনের ব্যাপারে যথেষ্ট। গুরুত্ব দেয়া হয়েছে হাদীসেও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাছি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরজের পরে ফরজ। (বায়হাকী)

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ اللَّهِ تَعَالَى

সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও ন্যায্য মজুরি আদায়ের সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক স্মরণীয় দিন পহেলা মে। নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পৃথিবী ব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ দিবসটি পালন করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে। মে দিবসে প্রতি পাদ্য চেতনা মূলতঃ ইসলামী ভাবধারা থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। শ্রমিক শ্রেণী, শ্রমের মর্যাদা, ন্যূনতম মজুরি শ্রম, শোষণ, শ্রমিক মালিক সম্পর্ক-এসব বিষয়ে রয়েছে ইসলামের যথার্থ ব্যাখ্যা ও দিক নির্দেশনা।

প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বকালে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার ছিল উপেক্ষিত। শ্রমজীবী মানুষ পণ্য দ্রব্যের মতো হাটবাজারে বেচা কেনা হতো। কিছু মানুষের পায়ে পরিয়ে দেয়া হতো দাসত্বের শিকল। প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকদের এই করুণ দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছেন-আমি জানি ইসলামের পূর্বে খেটে খাওয়া মানুষের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিলনা, তাদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হতো। সে সমাজে ধনী ও নেতারা নিজেদের সব মান-সম্মানের মালিক মনে করত। আল্লাহর বান্দারা ভুলে গিয়েছিল; সব মানুষের সম্মান এবং সব মানুষ ন্যায্য বিচার লাভের অধিকারী। তারা মনে করত, অধীনস্তদের জীবনের একমাত্র ব্রত হচ্ছে মালিকের সেবা করা এবং তাদের কৃত সব জুলুম-অত্যাচার সহ্য করা। মালিকের কথা ও কাজের প্রতিবাদ করা ছিল মৃত্যুযোগ্য অপরাধ। (কানজুল উম্মাল)

শ্রম অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম যে রূপ রেখা দিয়েছে তা কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের আসনে থাকবে।

দাস-দাসীকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের নির্দেশ :



নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأُمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُخَسِّنُ تَعْلِيمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَيُخَسِّنُ أَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتَقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

যদি কোন মানুষের কাছে দাসী থাকে এবং সে তাকে শিক্ষা দেয় সেটা উত্তম শিক্ষা হয়, তাকে বৈঠকে বসার শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেয়, এবং সেটা উত্তম শিষ্টাচারিতা হয়, অতঃপর স্বাধীন করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। (সূত্র: বুখারী শরীফ ৩: ১০৯৬ ক্রমিক ২৮৪৯)

অর্থাৎ একটি পুরস্কার হলো এই বিষয়ের জন্য যে, সে তাকে উত্তম শিক্ষা দান করেছে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছে। আর দ্বিতীয় পুরস্কার এই বিষয়ের জন্য যে, সে তাকে স্বাধীন করে দিয়ে বিয়ে করেছে; এভাবে সে তার সামাজিক মর্যাদা উন্নত করে দিয়েছে।

এটা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম যদি দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দ্বারা সুন্দর করাকে পুরস্কারযোগ্য স্বীকৃতি দেয়, তাহলে স্বাধীন মেয়ে ও ছেলেদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখাকে কিভাবে অনুমোদন করতে পারে।

মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ : হাদীস শরীফের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা লাভের সাথে সাথে পুঁজি দাতার সমমানের খাবার, বাসস্থান ও পোশাক পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি পাওয়ার অধিকার শ্রমিকের রয়েছে। শ্রমিক যাতে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে নিয়োগের আগেই পারিশ্রমিকের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়ার জন্য রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন। শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগ শ্রম বিনিয়োগে বাধ্য করে ন্যায্য মজুরি আদায়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাহানার আশ্রয় নেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- শ্রমিক যখন তার কাজ সমাপ্ত করবে, তখন তার পারিশ্রমিক পূর্ণমাত্রায় আদায় করে দিতে হবে (মুসনাদে আহমদ)। মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণীর লোকদের প্রতিপক্ষ হব এর মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে সে সব লোক, যারা কোন মজদুর থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু সে অনুপাতে পারিশ্রমিক প্রদান করে না। (বায়হাকী)

শ্রমিকের মজুরি যথা সময়ে আদায়ের প্রতি তাগিদ দিয়ে সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- **أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ**

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও। (বায়হাকী) তথাপি হজুরে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন কঠোর ঘোষণা করেছেন, তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ করতে তাকে (শ্রমিক) বাধ্য করা যাবে না। (মুয়াত্তা-মালিক)

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য : ইসলাম মালিককে শ্রমিকের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি শ্রমিককেও তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মালিক তাঁর পুঁজি বিনিয়োগ করেছে বলেই শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। সেহেতু মালিকের অবদানের কথা স্মরণ রেখেই শ্রমিককে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে এবং মালিকের সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হতে হবে। কারণ মালিক যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে শ্রমিকের পারিশ্রমিক সে পরিশোধ করবে কি করে?

সহিহ বুখারী শরীফের প্রথম খন্ড ১০ম পারায় রয়েছে-



এবং খাদেম তাঁর মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং সে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে- **وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْتَوْثٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتَوْثٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** এবং শ্রমিক তাঁর মালিকের সম্পদের সংরক্ষক এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

অতঃপর তোমরা সকলই দায়িত্বশীল এবং তোমরা তোমাদের আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিক বা কর্মচারী যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছে কিনা তৎপ্রসঙ্গ কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর শ্রমিক বা কর্মচারী ভালভাবে দায়িত্ব পালন করে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। আর তা হালাল উপার্জন হিসাবে বিবেচিত হবে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে উত্তম আচরণ : অধীনস্থ শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি-আদর্শের বাস্তবায়ন না থাকার কারণেই এমন অমানবিকতার অবসান হচ্ছেনা। সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত তাগিদে সাথে ইরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের আপনজন ও আত্মীয়বর্গের সাথে যেমন ব্যবহার করে থাক, তাদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করবে। আর মানুষ হিসেবে তারা তোমাদের চেয়ে কোন ক্রমেই কম নয়। তোমাদের যেমন অন্তর আছে; তাদেরও অন্তর রয়েছে। অপর হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমরা অধীনস্থদের সাথে সদ্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোন রকম কষ্ট দেবেনা, তোমরা কি জান না? তাদেরও তোমাদের ন্যায় একটি হৃদয় আছে। ব্যথা দানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করনা? হজুরে করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেরও এদের সাথে অত্যন্ত স্নেহঘন সম্পর্ক ছিল। হযরত আনাস (রা:) অনেক দিন পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দশ বছর অতিবাহিত করেছি। হজুরে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করেছি, কিন্তু তিনি কোনদিন আমাকে ভৎসনা করেননি। কোন দিন বলেননি এটা এভাবে কেন করছ ওটা ঐ ভাবে কেন করনি।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَوْ لَمْ صَنَعْتُ وَلَا أَلَا صَنَعْتُ

এভাবে ইসলাম মালিককে সহনশীল হতে শিক্ষা দেয়। ক্ষমা সুন্দর মনোভাব নিয়ে শ্রমিকদের দোষ-ত্রুটি মার্জন করে দিতে উৎসাহিত করে।

শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : শ্রমিক আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্রেণী। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শ্রম নির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন- **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ**

মানুষকে শ্রম নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (সূরা বালাদ আয়াত-৪) উন্নয়ন উৎপাদনে পুঁজির গুরুত্বের চেয়ে শ্রমের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষকে অত্যন্ত তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা হয়। পুঁজির মালিককে বিবেচনা করা হয় অভিজাত শ্রেণীর মানুষ, আর শ্রমের মালিককে বিবেচনা করা হয় নিম্ন শ্রেণীর মানুষ হিসেবে। এসব বিষয়ে সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُوكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْنَهُ يَمًّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ يَمًّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعْيَنُوهُمْ



অর্থাৎ তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদের তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। অতএব যার কোন ভাইকে তার অধীন করে দেয়া হয়েছে সে যেন তাকে তাই আহ্বার করতে দেয় যা সে নিজে আহ্বার করে এবং তাকে যেন এমন পরিধান করতে দেয়, যা সে নিজে পরিধান করে। আর তাকে যেন এমন কাজ করতে বাধ্য না করে যা করলে সে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। আর যদি এহেন কাজ করতে তাকে বাধ্য করে তাহলে সে যেন তাকে সহযোগিতা করে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২৫৪৫)

এই হাদীস শরীফ থেকে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়—

- ১। মালিক-শ্রমিক উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা।
- ২। মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো।
- ৩। থাকা-খাওয়ার সুযোগ-সুবিধা উভয়ের সম পর্যায়ে হওয়ার তাগিদে মজুরিও সে ভাবেই নির্ধারণ করা।
- ৪। যে পরিমাণ কাজ শ্রমিক করতে সক্ষম সেই পরিমাণ কাজের ভার তার উপর অর্পণ করা।

এর চেয়ে অধিক হলে শ্রমিকের সহযোগিতায় মালিকের এগিয়ে আসা, এভাবে ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

শ্রম বিনিয়োগ হালাল উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম : এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার পৃষ্ঠে বিচরণ কর এবং তাঁর (আল্লাহর) দেয়া রিযিক আহরণ কর। (সূরা মুলুক ১৫ নং আয়াত)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে— فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

যখন নামায শেষ হয়ে যাবে, তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে যাও ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা জুমআ আয়াত নং-১০)

হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সবচেয়ে হালাল জীবীকা হলো যাতে মানুষের উভয় পা এবং উভয় হাত সঞ্চালিত হয় আর তার কপাল হয় ঘর্মসিক্ত। নিজ হাতে উপার্জিত খাবারই সবচেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ:) নিজ হাতে উপার্জিত অর্থে জীবীকা নির্বাহ করতেন। এ ছাড়াও হালাল রিযিক অন্বেষণে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন বলে হাদীস শরীফ সূত্রে জানা যায়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রম বিনিয়োগ হালাল উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। তা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানজনক ফযীলতের কাজ।

শ্রমিকদের বর্তমান হালচাল : অভাব অনটনের কারণে নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে যে মানুষেরা সামান্য পারিশ্রমিকে দিন-রাত পরিশ্রম, করছে অধীনস্থ বলে সে ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের সাথে অনেক ধনাঢ্য মালিকরা প্রতিনিয়ত অমানবিক আচরণ করে। গৃহকর্তা-মালিকের নির্যাতনে শ্রমিক-কর্মচারীর মর্যাস্তিক মৃত্যু ও আহত হওয়ার অসংখ্য খবর প্রতিদিন সংবাদ পত্রের পাতায় দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়।

পরিশেষে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে মালিক-শ্রমিক নিজ দায়িত্ব পালন করলে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব এবং সমাজ দেশ জাতি উন্নয়নে সহায়ক হবে।



হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) আহলে জ্বায়তের এক অতুজ্জ্বল নক্ষত্র

মওলানা মুহাম্মদ আলী আহগর

সদস্য : গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি।

প্রভাষক, দিলোয়ারা জাহান মেমোরিয়াল কলেজ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা :

হযরত আলী বিন হোসাইন বা ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ); বিশ্ব ইতিহাসে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার এক মহান দিক পাল ও অতুজ্জ্বল প্রাণ পুরুষ। সত্যিকারের ও উন্নত মানুষ গড়ার এই মহান সাধক ইমাম জয়নুল আবেদীন বা খোদা প্রেমিকদের অলংকার হিসেবেও খ্যাত। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা যেন তাঁর অনুপম চরিত্রে এবং উচ্চতর খোদায়ী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যাদুময় ছোঁয়ায় পেয়েছে চিরন্তন সৌন্দর্য ও অনির্বাক্য প্রাণ। বিশ্ব ইতিহাসে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, বিষাদময় ও বিয়োগান্তক কারবালা প্রান্তরের ঘটনায় নবী বংশের প্রায় সব পুরুষ সদস্য শাহাদত বরণ করেন, কেবলমাত্র তিনিই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। কারবালার মর্যাদাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী যুদ্ধের পর তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র জীবিত রুহী ওয়ারেস ও পবিত্র বংশধর; যার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় কেতন ও আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতা আবহমান কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তাঁর জীবন চরিত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জন্মের পূর্বাভাস :

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রাঃ) জন্মের অনেক আগেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তী যুবানে তাঁর শুভাগমনের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। আসন্ন হাদীসটিতে সেই বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। হাফেজ ইবনে কাসির লিখেন যে, আবু যুবাইর (রাঃ) বলেন- আমরা যাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এর কাছে ছিলাম। আলী ইবনুল হোসাইন (রাঃ) তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। তখন জাবির (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে হোসাইন ইবন আলী (রাঃ) প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের শরীরের সাথে মিলালেন এবং তাঁকে চুষন দিলেন ও নিজের পাশে বসালেন। তারপর তিনি বললেন- আমার এ সন্তানের একটি সন্তান হবে যার নাম হবে আলী, কিয়ামত যেদিন সংঘটিত হবে মহান আল্লাহর আরশের মধ্য থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, যেন ইবাদত-গোয়ারদের সরদার দন্ডায়মান হন। তখন তিনি দন্ডায়মান হলেন। ১

অপর একটি হাদিস দ্বারাও পূর্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

হযরত যাবির (রাঃ) বলেন- একদিন আমি রাসূলে পাক (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) রাসূলে পাক (সঃ) এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন রাসূলে পাক (সঃ) ইরশাদ করলেন- হে যাবির! ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর একজন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে, তাঁর নাম হবে আলী (ইমাম জয়নুল আবেদীন রাঃ)। অতঃপর ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) এরও এক শিশু সন্তান জন্ম নিবে, তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ (ইমাম বাকির) হে যাবির! যদি তোমার সাথে তাঁর দেখা হয়, তাহলে তাঁকে আমার সালাম পৌছে দিও।



জন্ম : তিনি ৩৮ হিজরীর ৫ শাবান মোতাবেক ৬৫৮/৫৯ খ্রীস্টাব্দে মদীনা মুনাওয়ারায় জন্ম গ্রহণ করেন ।

নাম ও বংশ পরিচয় :

তঁার নাম : আলী/জয়নুল আবেদীন

পিতার নাম : সৈয়দুশ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) ।

মাতার নাম : শহরবানু বা সালামা (৩) । কারো মতে তঁার নাম গাজালা ।

পিতামহ : ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা:) ।

পিতামহী : রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম দূহিতা সৈয়দাতুন নিসা হযরত ফাতেমাতুজ্জাহুরা (রা:) ।

প্রমাতামহ : সাইয়্যিদুল কাউনাইন রাহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

উপাধি : সাজ্জাদ (অত্যধিক সিজদাকারী) জয়নুল আবেদীন, সাইয়্যেদুল আবেদীন ও যাকি ।

উপনাম : আবু মুহাম্মদ, আবুল হাসান, আবুল কাসিম ও আবু বকর ।

শিক্ষাজীবন :

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) দীর্ঘ দুই বছর স্বীয় পিতামহ হযরত আলীর (রা:) সাথে অতিবাহিত করেন এবং শিক্ষা অর্জন করেন । দীর্ঘ দশ বছর তঁার পিতৃব্য সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসানের (রা:) সাহচর্যে থেকে জ্ঞানার্জন করেন । এগার বছর স্বীয় পিতা হযরত ইমাম হোসাইনের সংস্পর্শে অতিবাহিত করে শিক্ষা ও দীক্ষা অর্জন করেন ।

চারিত্রিক গুণাবলী :

তিনি ছিলেন অনুপম ও অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী, চারিত্রিক মাধুর্যে তিনি অনন্য কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তিনি ছিলেন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের মূর্ত প্রতীক । মানবতা, মহানুভবতা, উদারতা বদান্যতা ও সদাচরণ ইত্যাদি ভাল ও উত্তম গুণাবলির সবকটির সমাবেশ তঁার জীবন চরিতে পরিলক্ষিত হয়েছিল । তঁার এই অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী তঁার উর্ধ্বতন মহা পুরুষদের থেকে প্রাপ্ত । নিম্নোক্ত আসন্ন ঘটনাবলীগুলো পর্যালোচনা করলে তঁার বদান্যতা মহানুভবতা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এক মহান সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ।

ওমর আবু নাসের বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) বিভিন্ন ক্রীতদাস ক্রয় করে তাদের মুক্ত করে দিতেন । যারা তঁার ব্যক্তিগত শত্রু ছিল তিনি তাদের প্রতিও সদয় ছিলেন । একদা তিনি শুনলেন যে, জনৈক ব্যক্তি সদা-সর্বদা তঁার সমালোচনায় মুখর । হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) তার নিকট গমন করেন এবং লোকটিকে খুব সম্মান ও অনুকম্পা দেখালেন । এতে লোকটি তার খারাপ ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হল এবং নিজেকে ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রা:) একজন ভক্ত ও অনুচর হিসেবে নিয়োজিত করল । (৪)



তাঁর সমসাময়িক মনীসীগণ তাঁর চারিত্রিক নির্মলতা মাধুর্যের যে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। আবু হাজিম বলেন, “আমি তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন বা বিজ্ঞ আইনবিদ দেখিনি।” ওয়াক্কেদী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) অত্যধিক খোদাভীরু এবং সর্বদা আল্লাহর ভয় তাঁর মাঝে বিদ্যমান দেখা যেত। চালচলনে বিনয় ও নম্রতা পরিলক্ষিত হত এবং কখনো তাঁর চলাফেরায় অহমিকা ও গুরুত্ব প্রকাশ পেতনা।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা :

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তিনি সারাটা জীবনে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে প্রকৃষ্ট নজির স্থাপন করেছেন। কারবালা প্রান্তরে স্বীয় পরিবারের ১৮ পুরুষ সদস্যকে নাস্তা তরবারীর আঘাতে শাহাদত বরণ করতে স্বেচ্ছা অবলোকন করেছিলেন, তাঁদের প্রয়াণে তাঁর হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সামান্যতমও ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। কারবালা যুদ্ধের পর কুফা হতে দামেশক পর্যন্ত বন্দী দশায় ভারী হাতকড়া, পদযুগলে ভারী ভেড়ি ও গলায় জিঞ্জির পরিহিত অবস্থায় দীর্ঘ হতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল। যাত্রা পথে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিনতম যাতনা। কিন্তু বিচলিত হননি। তাছাড়া বন্দিদশায় অনবরত হত্যার হুমকি-ধমকি ও অভুক্ত-পিপাসার্ত থাকার মত তিক্ত, কঠিন ও দুর্বিসহ যাতনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সর্বদায় তিনি ছিলেন নির্ভীক-নির্ভর ও আল্লাহর প্রতি অঘাধ ভরসা। আর আল্লাহর দরবারে তাঁর এই নিয়তির জন্য কখনো অভিযোগ ও অনুযোগ উত্থাপন করেননি। ৫

মহানুভবতা :

তিনি ছিলেন মহানুভব ও মহৎ ব্যক্তিত্বের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি শত্রুদের বাগে পেয়েও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি বরং ক্ষমা করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন, যেহেতু তাঁর মাঝে রাসুলে পাক (সঃ) ঐ মহান আদর্শের বিচ্ছুরণ ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন প্রিয় নবী (সঃ) ঐ পবিত্র বংশধর ও অপর দিকে তিনি (সঃ) ঐ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। তাই তিনি ছিলেন রাসুলের (সঃ) চরিত্রের দর্পণতুল্য। যেভাবে রাসুল (সঃ) শত্রুদের ক্ষমা করে মহানুভবতা ও উদারতার উদাহরণ রেখেছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও সেই আদর্শের অনুসরণে ক্ষমার এক ঐতিহাসিক ও কালোত্তীর্ণ স্বাক্ষর স্থাপন করেন, আসন্ন ঘটনাটি তারই স্বাক্ষর বহন করে—

বর্ণিত আছে যে, যখন মুখতার ছফী। ৬

ঘোষণা করল যে, ইয়জিদ বাহিনীর যে সমস্ত লোক হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যায় অংশ নিয়েছিল, তাদের প্রত্যেক থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তখন অপরাধীরা ভয়ে আত্মগোপন করতে শুরু করল। তাদের মধ্যে সিনান বিন আনসও ছিল। কেননা ইবনে জারীর তাবারীর (র:) মতে— সিনান বিন আনসও ও ইমাম হোসাইনের (রা:) হত্যাকারী হিসেবে দাবিদার ছিল। তাই সে ছদ্মবেশে সন্তর্পণে অরণ্যে ও মরুভূমি এলাকায় ঘুরাফিরা করে দিনাতিপাত করতে লাগল। একদিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানি ও আহার্যের অন্বেষণে ছিল। তখন মরুভূমিতে কিছু তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। তখন সে একটি বড় তাঁবুর নিকট পৌঁছল এবং তাঁবুটির পর্দা উঠাতেই আকস্মাৎ দেখতে পেল এটা হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রা:) তাবু। তৎক্ষণাৎ সে অগোচরে পালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু মহানুভব হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) তখন তার পিছনে স্বীয় খাদেমকে প্রেরণ করে তাকে ডেকে নিয়ে আসলেন। তখন তিনি (রা:) লোকটিকে বললেন, হে লোক! আপনি এসে পালিয়ে গেলেন কেন? তোমাকে এখানে আসতে কে বাঁধা দিল? অথবা তোমাকে কেউ কি কিছু বলে ছিল? সে উত্তর দিল, কেউ কিছু বলেনি। আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ছিলাম তাই তাঁবু দেখে খাবার ও পানীর



সন্ধানে এসেছিলাম। তিনি (রা:) তাকে তিনদিন যাবৎ আতিথেয়তা দিলেন। তৃতীয় দিবসে বিদায় বেলায় তাকে তিনি স্বর্ণ মুদ্রা ভর্তি থলে পাখে স্বরূপ উপটোকন হিসেবে অর্পণ করলে সে (সিনান) বলে উঠল, হয়ত আপনি আমাকে চিনেননি? ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) বললেন, তোমাকে তখন চিনেছি যখন তুমি তাঁর পর্দা উঠিয়েছিলে। তুমি কি সিনান বিন আনস নও? যে আমার নওজোয়ান ভ্রাতা হযরত আলী আকবর (রা:) এর কলিজায় বর্শা বিদ্ধ করেছিল। উহার পর তুমি গর্বভরে উল্লাস প্রকাশ করতে। শুনে রাখ, উহা তোমার মন্দ স্বভাব ও কুকীর্তিরই ফল। আর ক্ষমা করা ও প্রতিশোধ না নেওয়াই হল মহানুভবতা ও উদার্য, আমরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শত্রুদের কিছু বলিনা। ৭

অপর একটি ঘটনায়ও তাঁর ক্ষমা, উদারতা ও মহানুভবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। একদিন তাঁর এক গোলামের হাত থেকে কাবাব সিদ্ধ করা শিক আলী ইবনে হোসাইন (রা:) এর একটি বাচ্চার মাথায় পড়ে। গোলাম চুলায় কাবাব তৈরী করছিল। ফলে বাচ্চাটি নিহত হয়। আলী ইবনে হোসাইন (রা:) দ্রুত এগিয়ে আসলেন এবং বাচ্চাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ও গোলামকে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে এটা করনি, তাই তুমি মুক্ত। তারপর তিনি তাঁর সন্তানের দাফন-কাফন শুরু করেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলী দ্বারা হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) এর উদার্য মহত্ত্বতা, মার্জনা ও দয়াদ্রতার চিত্রায়িত হয়েছে। তিনি রাসুলে পাক (স:) এর বংশোদ্ভূত ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁরই (স:) আদর্শ অনুসরণে তাঁর জীবনাচরণের প্রতিটি পরতে পরতে উত্তম ও নৈতিক চরিত্রের এক উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন।

ক্ষমার যে উদাহরণ তিনি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল।

খিলাফত লাভের ঐতিহাসিক ঘটনা :

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) যখন স্বীয় পিতা হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) এর সাথে কারবালায় গমন করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৩ বছর বা তার চেয়ে একটু বেশি। অসুস্থতা জনিত কারণে বা কারো মতে অল্প বয়স্ক হওয়াতে তিনি কারবালার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। তবে তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বীয় পিতার সাথে কারবালা যুদ্ধে অংশ নিয়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করার প্রবল ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন রাসুলে পাক (স:) এর বংশধারাকে পৃথিবী পৃষ্ঠে জিইয়ে রেখে ইসলামকে সমুন্নত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই নবী বংশের সর্বশেষ পুরুষ ব্যক্তিকে যুদ্ধ হতে বিরত রাখা হল। কারবালা যুদ্ধের এক প্রতিকূল কঠিন পরিস্থিতি ও পরিবেশে সবাই যখন আড়ষ্ট এবং যখন চতুর্দিকে মৃত্যুর মিছিলে সবাই शामिल হচ্ছিল, এই কঠিন সন্ধিক্ষণে তাঁর খিলাফত ও ইমামত লাভ একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূচনা করে। আসন্ন ঘটনাটিতে তারই বিরল এক ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কারবালা যুদ্ধে আহলে বায়তের সমস্ত নওজোয়ান পুরুষ সদস্য ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীগণ শাহাদাত বরণ করেন। তখন কেবলমাত্র নবী বংশের দুই মহান প্রদীপ সাইয়েদুনা হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) ও হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) অবশিষ্ট ছিলেন। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) অসুস্থতা হেতু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে তাঁরুতে শয্যাশায়ী ছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) কারবালা ময়দানে ইয়াযিদ বাহিনীর মোকাবিলা করতে যেতে উদ্যত হলে, হযরত সৈয়দা জয়নব (রা:) দেখলেন যে, ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:)ও অসুস্থ শরীর নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু দুর্বলতা জনিত কারণে দাঁড়িয়েও পুনরায় বসে পড়ছিলেন। তখন সৈয়দা জয়নাব (রা:) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার চন্দ্র! তোমার কি অবস্থা? তিনি উত্তর দিলেন, আমিও আমার আব্বাজান (হযরত ইমাম হোসাইন রা:) এর পূর্বে



আমার প্রাণ উৎসর্গ করতে চাই। আপনি আমাকেও হাতিয়ার দিন এবং ঘোড়ায় বসিয়ে দিয়ে ঘোড়াকে যুদ্ধের ময়দানের দিকে হাকিয়ে দিন। যদি আমার পিতা আমার সামনে শহীদ হয়, তাহলে আমার কণ্ঠ হবে। আর সবাই মিলে আমার জন্য দোয়া করবেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের মোকাবিলায় আমাকে শক্তি দেন। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) ও স্বীয় ফুফি সৈয়দা জয়নাব (রা:) ঐর মধ্যে তাঁবু অভ্যন্তরে উক্ত কথোপকথন চলছিল। ইত্যবসরে হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) তাঁবুতে আগমন করে তাঁদের কথোপকথন শুনে বললেন, বৎস! তোমাকে কখনো যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিতে পারিনা। কেননা তুমি ব্যতিরেকে আহলে বায়তের এই পর্দানশীন রমনীকূলের জন্য কোন মুহরিম ব্যক্তি অবশিষ্ট নাই। আর আমার কাছে আমার পিতা হযরত আলী (রা:) ও মাতামহ রাসুলে পাক (সঃ) ঐর যে আমানত রক্ষিত আছে তা কাকে সমর্পণ করব? আমার বংশ ধারা ও হোসাইনী সিলসিলা কার মাধ্যমে প্রবাহমান থাকবে? আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত তুমি ছাড়া কে হবে? প্রিয় বৎস জয়নুল আবেদীন! এই সমস্ত আশা-আকাংখা তোমার উপরই নির্ভর করে। সেহেতু হে প্রাণপ্রিয় বৎস! কখনোই যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করোনা। ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) আরজ করলেন, আপনার পরে আমার বন্ধদেশ হতাশায় কি ফেটে যাবেনা? হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) বললেন, তুমি ইমামের ছেলে ইমাম হবে। ধৈর্য্য সহকারে কাজ কর। ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) বললেন, আব্বাজান! আমার অন্তরে কিভাবে প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা আসবে? ইমাম হোসাইন (রা:) তাঁর বক্ষে হস্ত মোবারক রেখে বললেন, হে খোদা! তাঁকে ধৈর্য্য ও প্রশান্তি দান কর। অতঃপর ইমাম হোসাইন (রা:) তাকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন, এবং তাঁর বন্ধস্থলকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও রহস্যাদি দ্বারা সুশোভিত করে তাঁর (ইমাম হোসাইন রা:) স্থলাভিষিক্ত করলেন। খেলাফত প্রদান পূর্বক ইমাম হোসাইন (রা:) কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদী বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন।

হাজরে আসওয়াদ কর্তৃক খিলাফতের স্বীকৃতিঃ

কারবালার করুণাত্মক মর্মস্পর্শী ও বিয়োগান্তক ঘটনার অব্যবহতি পর মুহাম্মদ বিন হানফিয়া। ৮

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রা:) নিকট আগমন করে বলেন, আমি আপনার চাচা ও বয়সে বড়। সেহেতু ইমামত ও খেলাফতের আমি অধিক হকদার। আপনি হুজুরে পাক (সঃ) ঐর হাতিয়ার (যুদ্ধাস্ত্র) আমাকে দিয়ে দিন। ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) প্রত্যুত্তরে বললেন, হে চাচা! খোদাকে ভয় করুন। যে বিষয়ের আপনি উপযুক্ত নন, তা দাবি করবেন না। এতদ সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন হানফিয়া সীমাত্রিষ্ঠ বাড়াবাড়ি ও দাবি উত্থাপন করছিলেন। তখন ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) বললেন, হে চাচা! আসুন, বিচারকের কাছে যাই, যিনি আমাদের মাঝে এতদবিষয়টি মীমাংসা করে দিবেন। তিনি (মুহাম্মদ বিন হানফিয়া) বললেন, তিনি কোন বিচারক? তিনি (ইমাম জয়নুল আবেদীন রা:) বললেন, উনি হাজরে আসওয়াদ (কলোপাথর) তাঁরা উভয়ে হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছলেন। তখন ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) বললেন, চাচা! হাজরে আসওয়াদের সাথে কথা বলুন। মুহাম্মদ বিন হানফিয়া হাজরে আসওয়াদের সাথে কথা বললেন, কোন উত্তর পেলেন না। ইহার পর হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) দোয়ার জন্য হস্ত মোবারক উত্তোলন করলেন এবং আল্লাহকে তাঁর গুণবাচক নামাবলী দ্বারা ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ হাজরে আসওয়াদ কথা বলতে শুরু করল। অতঃপর তিনি (ইমাম জয়নুল আবেদীন রা:) স্বীয় চেহারা মোবারক হাজরে আসওয়াদের দিকে ফিরিয়ে বললেন, তোমাকে ঐ প্রতিপালকের কসম, যিনি স্বীয় বান্দাদের অঙ্গিকার তোমার উপর রেখেছেন। জানিয়ে দাও! ইমাম হোসাইন (রা:) ঐর পর ইমামত- খেলাফত ও অসীমতের হক্কার? হাজরে আসওয়াদ প্রকম্পিত হল এবং স্বীয় অবস্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হল। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ প্রাঞ্জল, সাবলীল ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় ঘোষণা



করল, হে মুহাম্মদ বিন হানফিয়া! এই বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) ঐর পর ইমামত-খেলাফত ও অসীয়েতের একমাত্র দাবিদার ও হকদার হলেন, হযরত আলী ইবনে হোসাইন (হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:)। ৯

তাঁর ইবাদত-বন্দেগী :

তিনি অত্যধিক পরহেজগার খোদাভীরু ও আবিদ ছিলেন। তাঁর ইবাদত-রিয়াজত ও তপস্যার কথা জনসমাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞ জ্ঞানীগণ তাঁকে অত্যধিক ইবাদত গুজারকারী হিসেবে আখ্যা দিতেন। ইবাদত-রিয়াজতের ক্ষেত্রে তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

ইমাম মালেক (রা:) বলেন— অত্যধিক ইবাদত করার কারণেই তাঁকে জয়নুল আবেদীন নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, তিনি আবিদের (উপাসনাকারী) যিনত (শোভা) তিনি রাত ও দিনে হাজার রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। ১০

নামাজরত অবস্থায় পার্থিব চৈতন্য হারিয়ে ফেলতেন, রাব্বুল আলামীনের ধ্যানে এতটাই বিভোর থাকতেন যে, বাহ্যিক কোন কর্মকাণ্ড তাঁর ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটতে পারতনা। আসন্ন ঘটনাটিতে উপরোক্ত বিষয়টি চিত্রায়িত হয়েছে।

একদা তিনি যে কক্ষে নামাজরত ছিলেন, সে কক্ষে আগুন ধরে যায়। লোকেরা চিৎকার করতে শুরু করলেন যে, হে রাসুলের (সঃ) শাহজাদা! কক্ষে আগুন ধরেছে। অথচ আপনি সিজদা হতে মস্তক উত্তোলন করছেননা? শেষ পর্যন্ত লোকেরা আগুন নিভিয়েও ফেলে। তিনি নামাজ থেকে অবসর হলে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? লোকেরা আপনাকে কক্ষে আগুন লেগেছে বলেছিল আর আমরা আগুন নিভিয়েও ফেলি। তিনি ইরশাদ করলেন, আমাকে তো তার চেয়ে বড় আগুন ব্যস্ত করে রেখেছিল। আল্লামা আল-ওয়াকিদী বলেন, তিনি ছিলেন লোকজনের মধ্যে বেশি পরহেজগার, বেশী ইবাদত গুজার এবং মহান আল্লাহর ভয়ে বেশী ভীত সন্তুষ্ট।

কারামাত :

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) থেকে অসংখ্য কারামত ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারামত সন্নিবেশ করা হল।

* একদিন তিনি নিজের গোলাম, শিশু ও অন্যান্য লোকের সাথে মরুভূমিতে আসেন এবং নাশতা খাওয়ার জন্য দস্তুরখানা বিছান। সেখানেই একটি হরিণ এসে অবস্থান নিল। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা:) তার দিকে মুখ করে বললেন— আমি আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব। আমার মা ফাতেমা বিনতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তুমি এসে যাও এবং আমাদের সাথে নাশতা কর। হরিণ এল এবং তাঁর সাথে নাশতা খেয়ে একদিকে চলে গেল। তাঁর এক গোলাম বলল— হরিণকে আবার ডাকুন। তিনি বললেন— আমি তাকে আশ্রয় দিব। তুমি তার আশ্রয়ে বাধা দিবেনা। গোলাম বলল— আমরা কখনও বাধা দিবেনা। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা:) বললেন— আমি আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব। আমার জননী ফাতেমা বিনতে রাসুলুল্লাহ (সঃ)। সেই হরিণ আবার এসে গেল। এসে দস্তুর খানের নিকটে থেমে গেল। এরপর তাঁদের সাথে কিছু খেতে লাগল। তাদের একজন হরিণের পিঠে হাত রাখতেই হরিণটি ছুটে পালিয়ে গেল। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা:) বললেন— তুমি আমার আশ্রয় প্রদান বাধাগ্রস্ত করেছ। এখন আমি তোমার সাথে কোন কথা বলবনা। ১১



ওফাতের রাতে তিনি স্বীয় পুত্র হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রা:) কে বললেন- বৎস, আমার জন্যে ওয়ূর পানি আন। পানি আনা হলে তিনি আরও পানি চাইলেন। কেননা, এই পানিতে কোন নাপাক বস্তু ছিল। রাত ছিল আঁধার। হযরত ইমাম বাকের (রা:) বাতি এনে খুব সাবধানতা সহকারে দেখলেন তাতে মৃত-ইঁদুর ছিল। তাঁর জন্যে অন্য পানি আনা হলে তিনি ওয়ূ করে বললেন- বৎস! আজ রাত আমার বিদায়ক্ষণ। এরপর তিনি পুত্রকে কিছু উপদেশ দিলেন। ১২

তাঁর সন্তান-সন্ততি :

আব্বাহ তা'আলা তাঁকে অনেক সন্তান সন্ততি দিয়ে সৌভাগ্য মণ্ডিত করেন। তাঁর উরসে জন্ম গ্রহণ করেন বিশ্ববিখ্যাত ইমাম হযরত মুহাম্মদ বাকের (রা:) নিম্নে তাঁর সন্তান-সন্ততিদের নামের তালিকা উপস্থাপন করা হল।

শাহজাদাগণের নাম :

১। আবু জাফর ইমাম বাকির (রা:) ২। ইমাম যায়দুশ শহীদ (রা:) ৩। ওমরুল আশরাফ (রা:) ৪। আবদুল্লাহ আল বাহের (রা:) ৫। হাসান (রা:) ৬। হোসাইনুল আকবর (রা:) ৭। হোসাইনুল আসগর (রা:) ৮। আবদুর রহমান (রা:) ৯। কাসেম (রা:) ১০। সোলায়মান (রা:) ১১। আলী (রা:)

শাহজাদীগণের নামের তালিকা :

১। খাদিজা (রা:) ২। ফাতেমা (রা:) ৩। আলিয়া (রা:) ৪। উম্মে কুলসুম (রা:) ৫। উম্মুল হাসন (রা:) ৬। উম্মে মুসা (রা:) ৭। আবিদা (রা:) ৮। মালিকা (রা:) ৯। সাখিনা (রা:) ১৩

তাঁর অমীয় বাণী :

তিনি স্বীয় শাহজাদা হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকির (রা:) কে নিম্নোক্ত উপদেশাবলী প্রদান করেন। তিনি ইরশাদ করেন, পাঁচ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিওনা।

১। ফাসিক (পাপাচারি) :

কারণ ফাসিক তোমাকে এক গ্রাস বা তার চেয়ে স্বল্প বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করে দিবে। কেননা সে লোভ-লালসায় মত্ত। যে আহায্য সামগ্রী অন্বেষণের নিমিত্তে তোমাদের বিনিময় নিধারণ করে দিবে।

২। মিথ্যাবাদী :

কারণ মিথ্যাবাদী মরীচিকার মত। সে নিকটবর্তীকে দূরবর্তী ও দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে দিবে।

৩। কৃপণ ও সংকীর্ণমনা :

কৃপণ ও সংকীর্ণমনার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিওনা, কেননা সে তোমাদেরকে প্রয়োজনের সময় প্রাপ্য সামগ্রী দিতে অস্বীকৃতি জানাবে।

৪। নির্বোধ :

নির্বোধের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিওনা, কেননা সে তোমাকে উপকারের পরিবর্তে অপকার করবে।

৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী :

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে মিলমিশ করিওনা, কেননা আমি তাকে আব্বাহুর কিতাবে অভিশপ্ত পেয়েছি।



ওফাত :

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থকার হাফেজ ইবনে কাসির বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইবনে ছিবাগ মালিকির বর্ণনা মতে, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) কে ওলিদ ইবনে আবদুল মালিক বিষ প্রয়োগ করে, যার বিষক্রিয়ায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর ও ওফাতের তারিখ ১৮ই মুহররম। কারোমতে ২৫ মহররম। ১৪

তথ্য সূত্র : * টীকা : ইবনে খাল্লিকান বলেন, পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদ গারদ-এর কন্যা ছিলেন উম্মে সালমা (শহরবানু)। রাবীউল আবরার নামক কিতাবে আল্লামা যামাখাশারী (রা:) উল্লেখ করেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এর আমলে ইয়াযদ গারদ-এর তিন কন্যা বন্দী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেন তাঁর নাম সালিম। দ্বিতীয় কন্যাকে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রা:) লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেন তাঁর নাম ছিল কাসিম। তৃতীয় কন্যাকে ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা:) লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেন তাঁর নাম ছিল আলী বা জয়নুল আবেদীন। তাই তাঁরা সকলে খালাত ভাই। ৩

* টীকা : মুখতার ছুখফী হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যায় যারা অংশ নিয়েছিল তাদের প্রায় প্রত্যেককে জাহান্নামে পাঠিয়েছিল। তার এমন ভূমিকা ইতিহাসে অত্যাঙ্ক কীর্তি হিসেবে স্থান দখল করে আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তাতে সে যে পূণ্য ও সওয়াব হাসিল করল, তা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। নিয়তির দূর্ভাগ্যজনক পরিণতি তাকে গ্রাস করল। সে নবুওতেরই দাবী করে বসে। সে বলে, আমার নিকট জিব্রাইল আমীন ওহী নিয়ে আসেন। আর আমার অভ্যন্তরে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রবিষ্ট হয়েছেন। তার এ জঘন্যতম মিথ্যাচারের সংবাদ ভূত ভবিষ্যতজ্ঞাত হুযর (সঃ) আগেই দিয়েছিলেন। তিনি (সঃ) ইরশাদ করেন অচিরেই সাকীফ'র মধ্যে এক জঘন্য মিথ্যাচারী ও এক ধ্বংসকারীর উদ্ভব ঘটবে। (শামে কারবালা) ৬

* টীকা : হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) এর সৎ ভাই। সে হিসেবে তিনি হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:) এর চাচা। ৮

১। মুফতি গোলাম রাসুল জামাতী নকশবন্দী (রা:), ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা:), যাবিয়া পাবলিশার্স, লাহোর, পাকিস্তান।

২। আল্লামা হাফেজ আবুল ফিদাদ ইবনে কাসীর (রা:) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বাংলা), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩। আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রা:), শাওয়াহেদুন-নবুওত (বাংলা), মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪। The Psalms of Islam, Al-Sahifat Al-Sajjadiyya, Imam Zayn Al-Abidia (A-S)

৫। Life sketch of Imam Zainul Abideen (A.S)

৬। A.S. Hashim. Md. Zainul Abideen (The Fourth Imam)

৭। আল্লামা মুহাম্মদ শফী, উকাড়ভী (রা:), শামে কারবালা (বাংলা)

৮। www.alahazrat.net

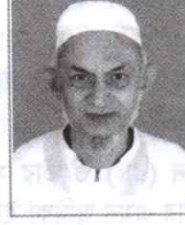


আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদ

(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর
তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)



জনাব মুহাম্মদ আজম খান
সভাপতি
০১৮১৭-৭১০৬১০



জনাব মুহাম্মদ শফিউল আলম ভূইয়া
সহ-সভাপতি
০১৭৩৪-৯৭১৯১৬



জনাব আহসানুল হক বাদল
সাধারণ সম্পাদক
০১৮৪১-৮১৭২৭৪



জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সওদাগর
কোষাধ্যক্ষ
০১৮১১-৮৩৩০০০



জনাব মওলানা মঈন উদ্দিন হেলালী
দারুল-তায়ালীমের সম্পাদক
০১৮১৭-৭২৭১০৭



জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক
০১৮১৫-৬৮০২৪১



জনাব আই. এইচ. মুহাম্মদ মিয়া
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
০১৮১৭-৭৯৩৪৪৭



জনাব অধ্যাপক আহমদ কবির
দপ্তর সম্পাদক
০১৯৮৭-৫৪১৯৭০



জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খান
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
০১৮১৮-০০৪৭৯১



জনাব শফিউর রহমান (সাইফু)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
০১৭৭৫-৬৬২১৫৭



প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐর পবিত্র নাম গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম

আলহাজ্জ মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা

সভাপতি : গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি

চাপড়ী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অনুবাদ :

অতপর আদম (আ:) তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন (যার ফলে) আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। তিনি অত্যাধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

উল্লেখিত আয়াত শরীফে হযরত আদম (আ:) ঐর তাওবা কবুল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আদম (আ:) জান্নাতে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কারণে লজ্জায় তিনশ বছর পর্যন্ত আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেননি। দীর্ঘ সময় কান্নাকাটি করে তাঁর চোখ থেকে যে পরিমাণ অশ্রু বারেছে দুনিয়ার সকল অশ্রু একত্রিত করা হলেও তাঁর অশ্রুর সমান হবে না।

উল্লেখ্য, পাঁচ ব্যক্তি দুনিয়াতে অত্যাধিক কেঁদেছিলেন- ১। হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন (রাঃ) কারবালার ঘটনার পর, ২। খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) প্রিয় নবী (স:) ঐর ওফাতের পর, ৩। হযরত নূহ (আ:) আল্লাহর ভয়ে, ৪। হযরত ইয়াকুব (আ:) স্বীয় পুত্র হযরত ইউছুফ (আ:) কে হারানোর শোকে, ৫। হযরত আদম (আ:) তাওবা কবুলের জন্য। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ:) ঐর মাদারিজুননুবুয়ত গ্রন্থের বর্ণনা মতে একদিন কান্না করতে করতে হযরত আদম (আ:) ঐর মনে উদিত হলো যে, আমি যখন সৃষ্টি হলাম তখন আরশে আজীমে দেখেছিলাম লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (স:) লেখাটি মনে হয় (মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ) আল্লাহর খুব প্রিয় ভাজন হবে। তাই স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নিজ নামের সাথে ঐ নামটি গেঁথে রেখেছেন। তাই হযরত আদম (আ:) এবার আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে এভাবে দোয়া করতে লাগলেন- হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐর অসীলায় প্রার্থনা করছি- আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ পাক বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে চিনলে? এখনো তো আমি তাঁকে (শারীরিক ভাবে) সৃষ্টি করিনি। হযরত আদম (আ:) আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যখন তুমি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছ এবং আমার মধ্যে তোমার রূহ সঞ্চার করেছো তখন আমি মাথা তুললাম এবং আরশের স্তম্ভসমূহে দেখলাম যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ লিখা রয়েছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যার নামকে তুমি নিজের নামের সাথে যুক্ত করে লিখেছো তিনি অবশ্যই সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা তোমার প্রিয়তম হবেন। আল্লাহ তায়ালা ফরমালেন, হে আদম! তুমি ঠিকই বলেছো। নিশ্চয়ই তিনি সমগ্র সৃষ্টি অপেক্ষা আমি খোদার নিকট প্রিয়তম। যখন তুমি তাঁর অসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করেছো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না হতো তা হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। আল্লামা জামী (রহ:) সুন্দর বলেছেন-

اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم * نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا



উচ্চারণ : আগর নামে মুহাম্মদরা নায়াওয়ারদেশকী আদম, না আদম এয়াণ্ডে তৌবা না নূহ আজগরকে নাজ্জহিনা ।

অর্থাৎ, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম না হতো তা হলে আদম আলাইহিস সালামের শাফায়াত হতোনা । না আদম আলাইহিস সালাম তাওবা লাভ করতেন এবং না নূহ আলাইহিস সালাম মহা প্লাবন থেকে নাজাত পেতেন ।

কাজেই আদম সন্তানদেরকেও এ হুকুম দেয়া হলো যে, যদি তোমরা গুনাহ করো, কুফরী করো অথবা জুলুম করো অতঃপর আমার হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর দরবারে হাজির হয়ে শাফায়াত ও সুপারিশের আবেদন কর এবং সেখানে গিয়ে তাওবা কর আর মাহবুবে পাক (সঃ) যদি শাফায়াত করেন, তাহলে তোমাদের দোয়া কবুল হবে । ইরশাদ হচ্ছে- যদি তারা (বান্দারা) নিজেদের উপর জুলুম বা গুনাহ করে, তারপর আপনার কাছে (হে রাসুল) আসে এবং মাফ চাহে এবং আপনি তাদেরকে মাফ করে দেয়ার সুপারিশ করেন, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু হিসেবে পাবে । (সূরা নিসা ৬৪ আয়াত) এ প্রসঙ্গে তাফসীর-এ-মা'আলেমুত তানজিলের ১ম খন্ড-২৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, জনৈক লোক হযরত রাসুল-এ পাক (সঃ) এঁর ওফাত শরীফের পর তাঁর কবর শরীফে উপস্থিত হয় । তাঁর কবর শরীফ কে স্পর্শ করে সেখান হতে কিছু ধুলা তার নিজ মাথায় মাখেন এবং উল্লেখিত আয়াত শরীফ পাঠ করতে থাকেন এবং প্রিয় নবী (সঃ) এঁর দরবারে স্বীয় পাপ ক্ষমা চেয়ে তাঁর সাফায়াতের প্রার্থী হন । তারপর রাসুল-এ পাক (সঃ) এঁর রওজা শরীফ হতে তিনি শুনতে পেলেন, তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে । এ ঘটনার সত্যতা তাফসীর-এ খাজাঈনুল ইরফান ও তাফসীর-এ নঈমীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে হুজুর সাইয়্যেদে আলম (সঃ) এঁর পবিত্র সত্ত্বা সৃষ্টিকুলের জন্য মহান নেয়ামত । প্রতিটি সৃষ্টিকে দেয়া নেয়ামত তাঁর পবিত্র সত্ত্বায় পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল বরং যে কারো ভাগ্যে যা নেয়ামত বা পূর্ণতা জুটেছে, তা তাঁরই মাধ্যমে লাভ করেছে । সমস্ত আখিয়া, সিদ্দীকগণ, শোহাদা এবং আউলিয়াদের মাঝে যতটুকু পরিমাণ সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ, তা জামাল ও কামালে মোহাম্মদী (সঃ) এঁর প্রতিচ্ছায়া ও প্রতিবিম্ব ।

انچہ خوباں ہمہ دارند تو تہا داری

আঁছে খোঁবা হামা দারন্দ তু তন্বাদারী ।

অর্থাৎ, সবাই মিলে যত নেয়ামত পেয়েছে, তোমার সত্ত্বায় তা সব রয়েছে । কেননা তিনি কায়েনাতের তথা সমগ্র সৃষ্টির মৌল । তাঁর পবিত্র জাতে মোবারক সৃষ্টিকুলের অনুপরমানুর জন্য কল্যাণ ও বরকত লাভের মাধ্যম এবং উপায় । যেমনিভাবে গাছের শেকড় তার সমগ্র অস্তিত্বের সজীবতা এবং ফলের পরিপূর্ণতার একমাত্র কারণ হয়ে থাকে, তেমনি তাঁর পবিত্র যাত তামাম জগতের জন্য সব রকমের নেয়ামত ও বুয়ুগী লাভের একমাত্র মাধ্যম ।

تواصل وجود امدی از نخست ☆ دگر هر چه موجود شد فرع است

উচ্চারণ : তু আসলে অজুদ আমদী আজ নাখুস্ত, দিগরহারছে মৌজুদ শোদ ফর-এ তুস্ত ।

অর্থাৎ, আপনি সকল সৃষ্টির মূল, বাকী সব শাখা প্রশাখা ।

উল্লেখিত বর্ণনা সমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিকুলে যত নেয়ামত এবং রহমত দান করেন সবই একমাত্র হুজুর রাহমাতুল্লীল আলামীন এঁর কারণেই । আসমান জমীন এর সৃজন, সমস্ত



সৃষ্টি জগতের সৃজন, দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত নেয়ামতের সৃজন, সমস্ত নবী ও রাসুলগণকে সম্মানের উচ্চ আসন দান করা, তাদেরকে বহু মোজেজা বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী করা, সমস্ত আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করা, আউলীয়া-এ কামেলীন, শুহাদা ও সালেহীনদেরকে মহান সম্মানের স্তরে অধিষ্ঠিত করা ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহরই রহমত। কিন্তু এই সমস্ত রহমতের কারণ একমাত্র মাহবুবে খোদা (সঃ) ঐর পবিত্র জাত বা সত্ত্বা। অতএব, প্রমাণিত হলো সমস্ত সৃষ্টিজগত হুজুর পাক (সঃ) ঐর দিকে মোহতাজ। তাই আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন মাহবুবে খোদার অসীলা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে। আদিপিতা হযরত আদম (আ:) তাঁর অসীলা নিয়ে প্রার্থনা করেছেন, হযরত নূহ (আ:) ও নূহ (আ:) ঐর অনুসারীরা তাঁর অসীলা নিয়ে মহাপ্রাবন থেকে রক্ষা পেয়েছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ:) তাঁর অসীলা নিয়ে নমরুদের অগ্নিকুণ্ডুলে জলন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। সুতরাং এই সব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো প্রিয় নবী (সঃ) ঐর পবিত্র সত্ত্বা উম্মতের জন্য নাজাতের অসীলাহ। আল্লামা শফী উকাড়ভী (রহ:) যিকর-ই হাসীনে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম! যদি তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐর নাম নিয়ে সমস্ত আসমানবাসী ও জমীনবাসীদের জন্য সুপারিশ করতে তা হলে আমি তোমার সুপারিশ কবুল করতাম। (যিকরে হাসীন)

যিকর-ই জামীল-এ আবু নাস্বিমের ছলয়াতুল আউলিয়া, সীরাতে আল্ বিয়াহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র:) বলেন, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত পাপী, যে দু'শত বছর পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানী করেছে। যখন সে মৃত্যু বরণ করে মানুষেরা তাকে এমন স্থানে নিক্ষেপ করল যেখানে আবর্জনা ফেলা হতো। তখন হযরত মুসা (আ:) ঐর প্রতি প্রত্যাশা (ওহী) এল যে, লোকটিকে ওখান থেকে তুলে আনুন এবং তার জানাজা নামাজ পড়ে তাকে দাফন করুন। হযরত মুসা (আ:) আরজ করলেন, হে আল্লাহ বনী ইস্রাঈল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, লোকটি দু'শত বছর পর্যন্ত তোমার নাফরমানী করেছিল। ইরশাদ হল এটা সত্য কিন্তু তার অভ্যাস ছিল।

كُلَّمَا نَشَرَا النَّوْرَةَ وَنَظَرُوا إِلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَعَفَرْتُ ذَنْبِي وَرَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حُورًا

যখন সে তাওরাত শরীফ খুলত এবং আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঐর নাম মোবারক দেখত, তখন সেটা চুম্বন করে চোখের উপর রাখত এবং তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করত। এ জন্য আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং সত্তর জন হুর স্ত্রী স্বরূপ তাকে দান করেছি। (যিকর-ই-জামীল)

এ ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় যে, নাজাতের অসীলা স্বরূপ মুসলমানদের নামের পূর্বে হাবীবে পাক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঐর পবিত্র নাম মোবারক সংযোজন করা উচিত।

তথ্যসূত্র :

- ১। কোরআন করীম
- ২। হাদীস শরীফ
- ৩। যিকর-ই-জামীল
- ৪। যিকর-ই-হাসীন
- ৫। বোস্তানে সাদী



দীদারে এলাহী লাভে

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজভাগারী ত্বরিকায় সাধনা (৮ম পর্ব)

আবদুল মতিন।

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

তজকীয়ায়ে নফস হাসেল :

সুফীবাদ এর মৌলিক ভাবাদর্শ হলো মহান আল্লাহ রাক্বুল ইজ্জতের প্রেমায়িত্তে নিজের নফসকে দাহন করে তাঁর নৈকট্য সাধন। তজকীয়ায়ে নফস হাসেলের মাধ্যমে জ্যোতির্ময় অন্তঃকরণ গঠন। কলুষিত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে খোদার নুরের আলোয় আলোকিত করা। খোদায়ী গুনে গুনাশিত হওয়া। মানবের মানবীয় গুলাবলীর পরিস্ফুটন করা। বিশুদ্ধ আত্মাই স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মূল উপকরণ। আত্মার বিশুদ্ধতা আনয়নে তজকীয়ায়ে নফস হাসেল প্রয়োজন। নফস বা প্রবৃত্তির রিপুগুলো তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি ধ্বংসের মাধ্যমে তজকীয়ায়ে নফস হাসেল হয়। মানব অন্তরে স্রষ্টানুরাগ সৃষ্টি হয়, আর স্রষ্টানুরাগ মানবকে তার স্রষ্টা মিলনের পথে পরিচালিত করে। স্রষ্টার মিলনের পথপরিক্রমায় তজকীয়ায়ে নফস হাসেল করনের লক্ষ্যে যুগে যুগে সুফী সাধকগণ যুগের অবস্থা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ত্বরীকা বা সাধন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। যাতে দরুদ, তেলাওয়াতে কোরআন, তেলাওয়াতে অজুদ, আল্লাহতায়ালার নামাবলীর স্মরণার্থে “জলী” “খফী” জিকির, ফিকির, সংযম, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি অনন্ত পন্থার সন্ধান পরিলক্ষিত হয়। তেমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর যুগ প্রবর্তক অলী উল্লাহ প্রখ্যাত সুফী সাধক হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবা তজকীয়ায়ে নফস হাসেল তথা মানবীয় সত্ত্বাকে সজাগ করার মাধ্যমে পৃথিবীকে এই পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোড়াবাদ হতে রক্ষা এবং মানবজাতির খোদার নৈকট্য লাভের মানসে মাইজভাগারী তরিকা প্রবর্তন করেন। তজকীয়ায়ে নফস হাসেল অর্থাৎ মানবীয় সত্ত্বার সজাগ বা কু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর লক্ষে ‘মাইজভাগারী ত্বরীকা’য় দুটো সাধন- পদ্ধতি বা বিধি ব্যবস্থা রয়েছে।

(১) কাদেরীয়া তরিকা মতে সপ্ত প্রকার জিকির।

(২) হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী (কঃ) এর “উছুল ছাব’য়া বা সপ্ত পদ্ধতি।

(১) কাদেরীয়া তরিকা মতে সপ্ত প্রকার জিকির।

নফসে ইনসানী বা মানবীয় স্বত্ত্বায় সাত প্রকারের সজাগ প্রকৃতির বর্ণনা : মাইজভাগারী ত্বরীকা সিলসিলাগতভাবে কাদেরীয়া তরীকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই মাইজভাগারী তরীকার অনুসারীবৃন্দ নফসের হাল অনুযায়ী মুক্তির জন্য কাদেরীয়া তরীকার মতে সাত প্রকারের জিকির সাধনা কার্যক্রম অনুশীলন করে থাকে। পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম হজরত শায়খ সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জ্বীলানী (কঃ) প্রবর্তিত সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরিকা মতে মানুষের নফসের সাতটি স্তর রয়েছে। স্তর গুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। এদের প্রকৃতি, অবস্থানও ভিন্ন ভিন্ন। তাই মুক্তির জিকিরও ভিন্ন ভিন্ন। আত্মাকে নফসের কু-প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে নফসের হাল অনুযায়ী মুক্তির জিকির এর প্রয়োজন। অতীয়ে গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগারী (কঃ) তাঁর রচিত “মূলতত্ত্ব” কিতাবে কাদেরীয়া তরিকা অনুযায়ী সপ্ত প্রকারের নফসে ইনসানীর বা মানব সত্ত্বার প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের নাম, অবতীর্ন ধর্ম, অবস্থান ক্ষেত্র, প্রকৃতি বা স্বভাব, মুক্তির



জিকির, ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিপিবদ্ধ করেন যাহা তজকীয়ায়ে নফস এর মাধ্যমে ইনসানে কামেল হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তজকীয়ায়ে নফস হাসেলে উক্ত কিতাবে বর্ণিত স্তরসমূহ যথা “(১) আমাদের (২) লওয়ামা (৩) মোলহেমা (৪) মোতমাইল্লা (৫) রাজিয়া (৬) মর্জিয়া এবং (৭) কামেলা” এবং মুক্তির জিকির এর বর্ণনার আলোকে আলোকপাত করে নিম্নে তা সন্নিবেশিত করা হলো।

নফসে আমাদের বা প্ররোচনাদানকারী : মানব সত্তার ইহা প্রাথমিক স্তর। ইহা মানবের নৈতিকতা হরনকারী, পাপকার্য অনুরাগী অপবিত্র স্তর। “আম্মারাতুন বিচ্ছুয়ে” অর্থাৎ অপরাধ প্রবন। পাপকার্যে রত হওয়া এ স্তরের স্বভাব। ইহা অতি জঘন্য অশিক্ষিত ও অপবিত্র। সদা সর্বদা পাপ কাজে নিয়োজিত থাকে। ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না। এমনকি পাপ করার পর আত্মগানিও হয় না। পরমকরুণাময় আল্লাহতায়ালার নৈকট্য হাসেল করতে হলে অবশ্যই পাপ কাজ হতে নিজেকে বিরত রেখে সদাসর্বদা সৎ কর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন করীমায় ঘোষণা করা হচ্ছে : “পামান কানা ইয়ারজু লেকায়া রাব্বী পালইয়ামাল আমালান ছোয়ালেহান ওলা ইউশরেক বেএবাদাতে রাব্বী আহাদন” অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করার আকাঙ্ক্ষা তার কর্তব্য (অনলস ভাবে) সৎকাজ করতে থাকা এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাকেও শরীক না করা।”

অছীয়ে গাউছুল অজম হযরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগারী (কঃ) “নফসে আমাদের বর্ণনায় তাঁর রচিত “বেলায়তে মোতলাকা” কিতাবে উল্লেখ করেন : “আম্মারা স্তরে থাকিলে সে শরীয়তে তকলিদ্দীতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। যেহেতু ইহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি রিপূর স্তর। এই স্তরের লোক শৃঙ্খলিত না থাকিলে স্বাভাবিকভাবে ফ্যাছাদ ও রক্তপাত করে, যাহা আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশতার অনুমান করিয়াছিল।”

এ স্তর হতে পরিত্রাণের জন্য খোদা অবতীর্ণ ধর্ম শরীয়ত অর্থাৎ নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত আদেশ নিষেধমূলক “এবাদাতে মোতনাফিয়া বা পাপ বিরতকারী এবাদত। এবং পরস্পর সম্পর্ক জনিত বিধি ব্যবস্থামূলক “মায়ামেলাতে এয়তেবারীয়া”। রোজা, নামাজ, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি এবাদতে মোতনাফিয়া বা পাপ বিরতকারী এবাদতের পর্যায়ভুক্ত। আর “মায়ামেলাতে এয়তেবারীয়া হচ্ছে পরস্পরের লেনদেন সম্পর্কিত বিধি বিধান। এই স্তরের অবস্থান ক্ষেত্র হচ্ছে নাছুত বা দৃশ্য জগত। প্রেরনা : পানাহার, ফুর্তি ও সহবাস করা। স্বভাবঃ হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষা, কৃত্রিমতা। এই সমস্ত কাজগুলি মানুষকে পাপকর্মে উৎসাহিত করে। রোজা, নামাজ, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আদায় মানুষকে বিমুগ্ধ করার পথে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এই স্তরের মুক্তির জিকির হচ্ছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কিছু কাম্য নয়। আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। জিকিরের সংখ্যা : পীরের নির্দেশ মত পাঁচ লক্ষ বার পর্যন্ত।

ধ্যান : (১) আমার দৃশ্য বস্তুকে তোমাতে তোমার শক্তিতে ডুবাইয়া দাও। “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (২) আমার অর্ন্তনিহিত অনুভূতিকে তোমার অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত কর তোমাকেই হাজের নাজের দেখিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আমি তোমার সঙ্গে।

তজকীয়ায়ে নফস হাসেলের সাধনায় সফলতা আনয়নে ইহা প্রারম্ভিক স্তর। আমরা অধিকাংশ মানুষই নফসে আমাদের বা কু-প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবিত। কুরআন শরীফে নফসে আমাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন : “নিচয় নফসে আমরা মানুষকে বিপথগামী করে।” ইহার প্রভাবে আমরা অন্যায় পাপ কার্যে জড়িয়ে পড়ি। লোভ, লালসা, ক্রোধ, হিংসা, নিন্দা ইত্যাদি ষড়রিপুতে আমরা আক্রান্ত বিধায় জাগতিক ভোগ বিলাসে ব্যস্ত থাকার



ফলে আধ্যাত্মিকতার অঙ্গনে আমাদের বিচরণ নেই। আমাদের আত্মা পাপে কলুষিত। অথচ আমাদেরকে বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। পবিত্র কোরআনে আছে : “আমার খোদার এবং খোদাতে প্রত্যাবর্তনশীল।” সুতরাং যেই পবিত্র আত্মা নিয়ে আমরা পৃথিবীতে এসেছি, সেই পবিত্র নিয়েই খোদার সান্নিধ্যে যেতে হবে। সুতরাং আত্মার পরিশুদ্ধতা বিনে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত। আর আত্মাকে বিশুদ্ধ করার প্রাথমিক বা মূল কাজ হলো নফসে আমাদের হতে মুক্তিলাভ। তাছাড়া নিজেকেও এই সমস্ত স্বভাব হতে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবেই আমরা খোদার অপার মহিমায় তাঁর নৈকট্য লাভের পথে অগ্রযাত্রায় সফলকাম হবো।

মাইজভাগুরী তরিকায় নফসে আমরা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুন্দর পথের দিশা দেয়া আছে। আর তা হলো উক্ত তরিকায় সজরার ধারাবাহিকতায় অর্ন্তভুক্ত খেলাফত প্রাপ্ত পীরের হাতে বায়াত গ্রহণ করে তাঁর নিকট ওয়াদাকৃত বায়াতের ছবক যথাযথভাবে অনুশীলন করা। শরীয়তের বিধি বিধান মোতাবেক যেমন রোজা রাখা, নামায কয়েম করা, হজ্ব যাকাত আদায় করা, মিথ্যা না বলা, চুরি, জ্বেনা সহ যাবতীয় পাপকর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখা। আর প্রতি ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর মুরশীদের বরজখ ধ্যান করে তাঁর দেয়া ছবক মোতাবেক “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” জিকির করা। জিকিরের ঘর্ষনে কলব হতে ময়লা দূর হয়ে যাওয়ার ফলে কলবে নুরের আলো প্রতিফলিত হবে এবং নফসে আমাদের স্বভাব হতে মুক্ত হয়ে কলব জাগ্রত হবে। যাতে “ফানা আনিল খালুক” হাছিল হয় এবং ফানা আনিল হাওয়া, ফানা আনিল এরাদা আয়ত্ত্ব হয়। এই ত্রিবিধি ফানার পর দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয়। নফসে আমরা হচ্ছে পুরাপুরি দৃশ্যমান জগত। অদৃশ্য তথা রুহী জগতে পদার্পন করতে হলে অবশ্যই নফসে আমরা হতে মুক্ত হতে হবে।

* তেলাওয়াতে অজুদ : ছালেক নিজ মুখ মন্ডলে আরবী (আল্লাহ) শব্দের প্রতিচ্ছবি মনে করতঃ খোদাতায়ালার নুরানী জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়, তার রূপে রূপায়িত ও গুনে গুনাযিত ধ্যানে মগ্ন হয়ে আল্লাহর জিকির করাই “তেলাওয়াতে অজুদ”। ছালেক বা খোদা পথচারীগণ বিশুদ্ধ আত্মা সৃষ্টির জন্য তেলাওয়াতে অজুদ করে থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভের সহজ উপায় হলো পীরে কামেলের চেহারা মোবারক বা মুখ মন্ডলকে হামেশা ধ্যান করা এবং জ্ঞান জ্যোতি সৃষ্টির লক্ষ্যে জিকিরের মাধ্যমে জ্যোতির্ময় অন্তঃকরণ গঠন করা। মুরশীদের মাঝেই নুরে মোহাম্মদীর নুর বিরাজমান। তাই তাঁর বরজখ ধ্যান করলে কলব নুরে মোহাম্মদীর আলোতে কলব আলোকিত হবে। মওলানা রুমী বলেন : “মানব মনকে, যখন পীরের জ্ঞান জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ করা হয়, তখন ইহার অংশ স্বরূপ তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়।” (মহনবী)

“ধর্মীয় নিয়ম পদ্ধতি ছাড়াও ধর্মচারীর উচিত যে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত বা সময়ের পূর্ববর্তী মধ্যকার মানসিক এবং দৈহিক তৎপরতার খোঁজ করা, যাহাকে ছুফী পরিভাষায় “তেলাওয়াতে অজুদ” বলে। যাহার ফলে ধার্মিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবে, সে সজাগ চিন্তা কিনা?” (মুসলিম আচার ধর্ম)

* দেহ তত্ত্ব : দেহ তত্ত্ব বলতে সাধারণত : দেহের মাঝে অবস্থানকৃত সত্ত্বাকে বুঝায়। দেহের অভ্যন্তরে যে সত্ত্বা লুকিয়ে আছে ধ্যানের মাধ্যমে তা সজাগ করা হলো দেহ তত্ত্ব পাঠ। খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহু ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) তাঁর রচিত “মানব সভ্যতা” কিতাবে উল্লেখ করেন :

“প্রকৃত কিতাব তুমি, যাহা আসল তত্ত্ব

তালাশ কর নিজ হতে, তোমার নিজের দেহতত্ত্ব”।

নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলেই মানুষ বুঝতে পারে তার সত্ত্বার সজাগ প্রকৃতি অর্থাৎ সে কোন স্তরে আছে। অতীয়ে



গাউছুল আজম (কঃ) তাঁর রচিত “বেলায়তে মোতলাকা”তে উল্লেখ করেছেন : “এই নামাজ বা উপাসনা অবস্থায় যখন মানব নিজকে বা নিজ সজাগ সত্ত্বাকে তালাশ করে তখন সে বুঝতে পারে সে কোন স্তরে আছে। আমরা, লওয়ামা, মোলহেমা, মোতামাইল্যা, রাজিয়া, মর্জিয়া বা কামেলা।” সুতরাং দেহতত্ত্ব হলো নিজের পরিচয় অর্থাৎ আপন সত্ত্বার সজাগ প্রকৃতির অবস্থান। তাই দেহতত্ত্ব পাঠ অর্থাৎ নিজ সত্ত্বার সজাগ প্রকৃতি সম্পর্কে জেনে নেয়া, যাতে সে নিজ পরিচয় বা নফসের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়। আর নফসের পরিচয় লাভ করতে পারলেই খোদার পরিচয় পাওয়া যাবে। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : “মান আরাফা নাফসাহ, ফাকাদ আরফা রাব্বাহ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের নফসকে চিনেছে, সে নিজের রবকে চিনেছে।” সুতরাং তজকীয়ায়ে নফস হাসেলে ‘দেহ তত্ত্ব’ পাঠ একটি অনন্য উপকরণ। তাই তজকীয়ায়ে নফস হাসেলের মাধ্যমে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের পথের সাধনায় সফল হওয়ার পথে মাইজভাগুরী তরীকার অনুসারীরা ধ্যানের মাধ্যমে ‘দেহ তত্ত্ব’ পাঠ করে। (চলমান)

“তুমি শানে রসুল শানে গাউছুল শানে দেলাওর।
খোদার রঙ্গে এমদাদ মওলা মুর্শিদ আমার।।”

২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ

উপলক্ষে প্রকাশিত ‘জ্ঞানের আলো’র
সফলতা কামনা করছি।

আমার, আমার পরিবারের, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট
সকলের জন্য দো‘জাহানের সর্বাত্মক কল্যাণ কামনায়-
শ্রদ্ধাবনত-

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

সাংগঠনিক সম্পাদক

আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী
(শাহু এমদাদীয়া)। চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ।

“চল গো প্রেম সাধুগণ-প্রেমেরী বাজার।

প্রেম হাট বসাইয়াছে-মাইজভাগুর মাজার।।”

ভাগুরী ট্রেডার্স

ডিলার : রশিদ ওয়েল মিলস (হোয়াইট গোল্ড)

রশিদ এগ্রোফুড

মুহাম্মদ ইউনুচ মিয়া
প্রোপ্রাইটর

(রাউজান রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি)

গহিরা রাউজান, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-৯০৯৫২১



মওলার স্মরণে

-হাফেজ মওলানা আবু মুসা।

ইরফান বাবা মাইজভাণ্ডারী, অমূল্য রতন,
 হযরত কেবলার গাউছিয়তের নূরানী নয়ন।।
 দুই হাজার পনের সালে, ১২ অক্টোবর বিকালে,
 আঞ্জুমানের কাউন্সিলে, শুনি যেই বচন।। এ
 এমদাদ বাবা সেই দিন বলে, তাঁহার মুরিদান সকলে,
 ইরফানুল হকেরি চক্ষু আমারি নয়ন।। এ
 এমদাদ বাবা দয়া করে, দিলেন যে সতর্ক করে,
 আমার হাত ইরফানের হাতে রাখিও স্মরণ।। এ
 এমদাদ বাবা নিজ জবানে, ঘোষিলেন যা সবাই জানে,
 ইরফানুল হকেরি কানে আমারি শ্রবণ।। এ
 আমার মুরিদ আছ যারা, ভাল করে শোন তারা,
 ইরফানুল হকেরি মুখে আমারি বচন।। এ
 ইরফানুল হক এবং আমি, একজন সব দিবা-যামী,
 দুই ভাবিয়া থাক যদি হারাবে মূলধন।। এ
 দাস মুছার আত্ম বিশ্বাস, দুইয়ের পর্দা হবে বিনাশ,
 দুইয়ে হবে যে সর্বনাশ, গুরুর বচন।। এ

এমদাদ মওলার ঘোষণা

-আব্দুল মতিন।

এমদাদ মওলা মাইজভাণ্ডারী- গাউছিয়ত এর সজরাধারী
 শাহে ইরফানুলে সজরা দিলেন- করিতে গাউছিয়ত জারী।।
 গাউছে পাকের গাউছিয়ত - থাকবে জারী হাশরতক্
 তিনি করতে পারবেন জারী- যিনি সজরার অধিকারী।।
 ইরফান মওলার চোখ ও কান- আরো তান হাত জবান
 এমদাদ মওলায় নিজের বলে- দিলেন যে ঘোষণা করি।।
 রাখলে আর্জি ইরফানুলে - করবে কবুল এমদাদুলে
 তার তরে বর্ষিত হবে -গাউছে ধনের কৃপাবারী।
 ইরফান মওলার বাক্য বার্তা- আমল করিবে যেবা
 সে জন হবে এমদাদ মওলার- নৈকট্য অর্জনকারী।।
 এমদাদ মওলার ঘোষণা মূলে- দীন হীন মতিনে বলে
 শাহে ইরফানুলে হাত রাখিলে- পার করাইবে ভাণ্ডারী।।



“ত্রি জগতে নাহি ভয় যথা তথা পাবি জয়।
 যার হৃদে প্রবেশিছে প্রেম শাহা মাইজভাণ্ডার।।”

প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন (পুতুল)
 মোবাইল : ০১৮১৯৭২৩৫৯৬

নাছির ডেকোরেটার্স

কার ও ট্রেইজ সাজানোর কাজ নেওয়া হয়।



বিয়ে, মেজবান, সেমিনার, মাহফিল সহ যে কোন
 অনুষ্ঠানে ডেকোরেশন সামগ্রী, ডিজিটাল আলোক
 সজ্জা, সকল প্রকার লাইটিং এর অর্ডার নেওয়া হয়।



ইউনিট (১) নোয়াজিষপুর, নতুন হাট (উত্তর পার্শ্ব), রাউজান, চট্টগ্রাম।
 ইউনিট (২) জানালীহাট (পৌরসভা ৪নং ওয়ার্ড) সুলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।



সংগঠন সংবাদ

২৭ রবিউল আউয়াল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিল অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডার শরীফে ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলে সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
বলেন-রাসুল পাক (স:) ঐর শফায়েত ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না

“হাসরের ময়দানে রাসুল পাক (স:) ঐর শফায়েত ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না। হাসরের ময়দানে একটি দল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মিলন প্রত্যাশী হবে। আর তারা হচ্ছে যারা দুনিয়াতে থাকতে রাসুলের মুহাব্বত নিয়ে আমল করেছে। যার ওয়াদা আল্লাহ কোনআন শরীফে দিয়েছেন যে- কোন বান্দার নেক আমলকে আমি বৃথা যেতে দিব না।” গত ২৭ রবিউল আউয়াল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন- যারা রসুল প্রেমিক নয় তারা কখনো ইসলাম প্রেমিক হতে পারে না। নবী প্রেমিক তৈরীর প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দরবার। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হচ্ছে খাতেমুল বেলায়তে ওজমার দরবার। ইসলামের আলোর প্রদীপ প্রজ্জলিত রাখার জন্য সুন্নি ওলামায়ে কেরামগণের প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে অতি প্রয়োজন।

মাহফিলে বক্তারা বলেন- রসুল প্রেম ঈমানের মাপকাটি। আর অলী আল্লাহর দরবার হচ্ছে আল্লাহর রহমতে স্টেশন। মাইজভাণ্ডারে আসলে মানুষের ঈমান মজবুত থেকে মুজবুত হয়। যারা আল্লাহর রহমতে প্রত্যাশী হয় তারা আল্লাহর অলীদের দরবারে ছুটে যায়।

হাজারো মুসলিম জনতার উপস্থিতিতে এবং ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) ঐর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২৭ রবিউল আউয়াল, ৮ জানুয়ারী-২০১৬ শুক্রবার বাদ জোহর থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত পবিত্র জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল শাহী ময়দানে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ওলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ, গবেষক, বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফতি, মুহাদ্দিস, মোফাস্সির, আলোচকগণ তকরির পেশ করেন।

মাহফিলে ছদারত ও আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) এবং মাহফিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সাজ্জাদানশীন হুজুর কেবলার একমাত্র শাহজাদা নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)। উক্ত নুরানী মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শেরে মিল্লাত শায়খুল হাদিস হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান, ক্যাপ্টেন সৈয়দ সোহেল হাসনাত ও আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হযরতুলহাজ্ব আল্লামা কাজী



মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী। শেখ মুহাম্মদ আলমগীরের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়ান, নাতে রাসূল (স:) পরিবেশন ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম শুরু করা হয়। মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে হযরতুলহাজ মওলানা মুফতি অখিয়র রহমান আল কাদেরী, হযরতুলহাজ মওলানা ছালেকুর রহমান আলকাদেরী, হযরতুলহাজ অধ্যক্ষ মওলানা আহমদ হোসাইন আলকাদেরী, হযরতুলহাজ মওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী, অধ্যক্ষ হাফেজ মওলানা আবু জাফর ছিদ্দিকী, হযরতুলহাজ মওলানা বদরুদ্দোজা, মওলানা আবু জাফর মুনিরী, মওলানা মোজাম্মল হক ফরহাদাবাদী, অধ্যক্ষ এস.এম. আশরাফ উদ্দীন আল কাদেরী আল চিশতী, হযরতুলহাজ মওলানা মঈনুদ্দীন হেলালী, হযরতুলহাজ মওলানা বশিরুল আলম, আলহাজ্ব মওলানা মুহিউদ্দীন, মওলানা নঈম উদ্দীন ও আঞ্জুমান মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, দারুত তায়ালীমের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী সহ দেশ বরণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ওলামায়ে কেরামগন উপস্থিত ছিলেন। আঞ্জুমান মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, অঙ্গসংগঠন, জেলা, মহানগর, উপজেলা, শাখা দায়রা, খেদমত কমিটি সহ হাজারো আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও স্থানীয় নবীপ্রেমিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিলে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সকাল ৭ টা থেকে আঞ্জুমান মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুণীয়া উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের নেতৃত্বে পাঁচটি পৃথক বর্ণাঢ্য জুলুশ ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুণীয়া এলাকা সমূহ ঘুরে চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ হতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে দুপুর ১২ টায় পৌঁছে, সকাল ৯ ঘটিকা থেকে কোরআন খতম, মিলাদ শরীফ, খতমে গাউছিয়া, নাত রাসূল (স:) এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশন করা হয়। বাদে জুমা থেকে মাহফিলের মূল কার্যক্রম- বিভিন্ন আলোচনা শুরু করেন।

মিলাদ, কিয়াম, জিকির শেষে মাহফিল সফলকাম, শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, শৃংখলা, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করা হয়। উপস্থিত সকলকে তবরুকে বিতরণের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত হয়।

১০ মাঘ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ঐর ওরশ শরীফ উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা

আগামী ১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) ঐর ১১০তম বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষ্যে ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে আজ সন্ধ্যা ৬:০০ টায় এক প্রশাসনিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মত এবছরও সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) ঐর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় উক্ত ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হবে। ওরশ শরীফের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ওরশ শরীফে আগত আশেক ভক্ত মুরিদান ও জায়েরীনদের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবেশ মুক্ত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয়, প্রয়োজনীয় ঔষধ সহ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও এম্বুলেন্স এবং ওরশ শরীফ সুষ্ঠু ভাবে সফল করার লক্ষ্যে মাইজভাণ্ডার ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটি ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসন, পল্লি বিদ্যুৎ, জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ, জন প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও পাঁচ পাড়ার সরদারগণের সাথে এই সমন্বয় সভার আয়োজন করেন।



উক্ত সভায় পুরো ওরশ শরীফকে সার্বক্ষনিক সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিক আইন শৃংখলা বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পুলিশ প্রশাসন, আনসার, স্বেচ্ছা সেবকগণ দায়িত্ব পালন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শেখ মুহাম্মদ আলমগীরের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসূল (স:) পরিবেশন ও শানে গাউছিয়া পাঠের মাধ্যমে উক্ত প্রশাসনিক সভার কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (ম:) সাহেব। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শাহজাদা সৈয়দ শামশুল আরেফিন এস.আই. শফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, প্রকৌশলী বিল্লাহ হোসেন, প্রকৌশলী পণবংশ মহাজন, তরিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান শফিউল আলম ও এ.কে.এম. সরওয়ার হোসেন, শফিউল আলম মেঘার, আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাগণ, পাঁচ পাড়ার সরদারগণ সহ আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা, মহানগর ও শাখা দায়রার কর্মকর্তাগণ।

পরিশেষে ওরশ শরীফ সুষ্ঠু ও সফল ভাবে সম্পন্ন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি শৃংখলা ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে মিলাদ ও মোনাজাত পেশ করা হয়।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:)’র ১১০তম ওরশ শরীফ সম্পন্ন

আশেক-ভক্ত-অনুরক্তের উপস্থিতিতে জনসমুদ্রে পরিণত চট্টগ্রামের মাইজভাগুর দরবার শরীফ। গাউছুল আজম মাইজভাগুরী’র শজরার ধারাবাহিকতায় বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:) এঁর পরিচালনায় শনিবার রাতে আখেরী মোনাজাতে ভক্তবৃন্দের আমিন আমিন ধ্বনিতে প্রকম্পিত মাইজভাগুর দরবার শরীফ।

মাইজভাগুর দরবার শরীফের অধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা, বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী যুগের প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এঁর ওরশ শরীফ প্রতি বছর ১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১১০ তম ওরশ। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:) এঁর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এই ওরশ শরীফ সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (ম:)।

ওরশে আগত আশেক-ভক্তের উদ্দেশ্যে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:) বলেন- আমাদের রাসূল (স:) এঁর আদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। রাসূল (স:) এঁর সঠিক আদর্শ শিক্ষা দেন অলিগণ। আজ বর্তমান বিশ্ব নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর হেদায়তী ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে হানাহানি, মারামারিসহ বিভিন্ন খারাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে আজ মুসলিম সমাজ বিপদগ্রস্ত।



তিনি আরো বলেন- হেদায়তের সর্বোত্তম মঞ্চ খোদায়ী শান্তি নিকেতন হচ্ছে গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর দরবার। গাউছুল আজম মাইজভাগুরী আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য বড় নেয়াতম। তিনি মাইজভাগুরী তুরিকা প্রবর্তন করে মানুষকে নৈতিক পরিশুদ্ধির সঠিক পথ দেখিয়েছেন। যার ফলে ঐশী প্রেম পিপাসু সাধক ও দোয়া প্রত্যাশী ফরিয়াদীদের ভীড়ে এই আধ্যাত্মিক মহা পুরুষের রওজা শরীফ বিশ্ব মানবতার কল্যাণদায়ক এক উচ্ছর্গময় আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতি বছর এই ওরশ শরীফে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি ভারত, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সৌদিআরব, সিঙ্গাপুর, আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, কাতারসহ বিভিন্ন দেশ থেকেও পীর মাশায়েখ, আলেম-ওলামা, মুরিদান, ভক্ত, জায়েরীন, পর্যটক ও গবেষকরা (৮-১০ মাঘ) তিন দিন ব্যাপী এ ওরশ শরীফে অংশগ্রহণ করেন। ওরশ শরীফ চলাকালে মাইজভাগুর দরবার শরীফ ও আশপাশের এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। জিকির, মিলাদ ও ছেমা মাহফিলের ধ্বনিতে পুরো এলাকা মুখরিত ছিল। এছাড়া মাইজভাগুর দরবার শরীফের আশপাশের এলাকাগুলোতে জমজমাট গ্রাম্য মেলাও গড়ে উঠে।

কর্মসূচির মধ্যে দিনব্যাপী খতমে কোরআন, খতমে গাউছিয়া, নাতে রাসুল (স:) ও শানে গাউছিয়া পরিবেশন, বিজ্ঞ আলেম ও দারুত তাযালীম প্রতিনিধির মাধ্যমে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা এবং ছেমা মাহফিল করা হয়। এছাড়া জায়েরীনদের প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতি ওয়াক্তে জামাত সহকারে নামাজ আদায় এবং ইবাদত বন্দেগী করার সুব্যবস্থা করা হয়। রাত ১২ টা ১ মিনিটে এ মহান ওরশ শরীফে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এবং দেশের সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:)।

ওরশ শরীফে আগত মেহমানদের সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসন আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন এবং মাইজভাগুর ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটির বিপুল পরিমান স্বেচ্ছাসেবকসহ মাইজভাগুরী স্পেশাল ফোর্স (এমএসএফ) দায়িত্ব পালন করেন। পুরো ওরশ শরীফ ক্রোজ-সার্কিট ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া ওরশ শরীফ উপলক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

ওরশ শরীফে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আরএইচএল গ্রুপের চেয়ারম্যান সৈয়দুল হক খান, ইন্টারপোর্ট শিফিং এজেন্ট লিমিটেডের পরিচালক সৈয়দ সোহেল হাসনাত, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক জহিরুল ইসলাম, সৈয়দ ফজলুল কাদের, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব সৈয়দ আবু তালেব সহ কেন্দ্র, অঙ্গসংগঠন, জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা, খেদমত কমিটির কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

মাইজভাগুর ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটির সভাপতি নায়েব সাজ্জাদানশীনে ও মোত্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (ম:) ওরশ শরীফ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং আগত আশেক-ভক্ত, স্থানীয় জনগণ, স্বেচ্ছাসেবক, প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।



গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি-২০১৫ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে
বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৪৫০৮



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৪৫১৮



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৪৫১৭



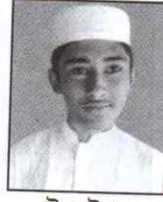
টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৩৫৪৪



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৩৭১৩



টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৩৭৬৩



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৪০২৮



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৪০৩৯



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৪১০১



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৩০২২



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৩০৮১



টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৩১৪৭



টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ২৫১১



টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ২৫১২



টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি
রোল নং- ২৬১০



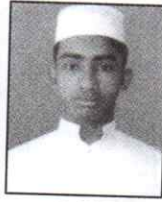
টেলেন্টপুল
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ২০১৭



টেলেন্টপুল
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ২০২৮



টেলেন্টপুল
৩য় শ্রেণি
রোল নং- ২০৮৬



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৪৫১৬



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৪৫৩৬



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৪৫৩৮



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৩৫৪৬



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৩৭৩৯



এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি
রোল নং- ৩৭৪৬



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৩০৫৬



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৩১৪৯



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৩১৭৬



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৪০২৯



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৪০৩০



এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি
রোল নং- ৪০৩১



গাউছুল আজম মাইজভাগারী মেধাবৃত্তি-২০১৫ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে
বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর

এ-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি রোল নং- ২৫৪৩	এ-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি রোল নং- ২৫৯৬	এ-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি রোল নং- ২৬১১	এ-গ্রেড ৩য় শ্রেণি রোল নং- ২০১৮	এ-গ্রেড ৩য় শ্রেণি রোল নং- ২০৩৫	এ-গ্রেড ৩য় শ্রেণি রোল নং- ২০৮০
জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৩৫২৫	জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৩৫৩১	জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৩৭৪৩	জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৩৭৪৭	জেনারেল গ্রেড ৩য় শ্রেণি রোল নং- ২০১৯	জেনারেল গ্রেড ৩য় শ্রেণি রোল নং- ২০৩৬
জেনারেল গ্রেড ৩য় শ্রেণি রোল নং- ২০৫৭	জেনারেল গ্রেড ৩য় শ্রেণি রোল নং- ২০৭২	সাধারণ গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৪৫০৫	সাধারণ গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৪৫০৭	সাধারণ গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৪৫১৩	সাধারণ গ্রেড ৭ম শ্রেণি রোল নং- ৪৫৪১
সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৩০৫৯	সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৩০৪৭	সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৩০৯৫	সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৩১৭৮	সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৪০০২	সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৪০০৮
সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৪০৪৭	সাধারণ গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি রোল নং- ৪১১২	সাধারণ গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি রোল নং- ২৫৩৯	সাধারণ গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি রোল নং- ২৫৭৫	সাধারণ গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি রোল নং- ২৫৯৫	সাধারণ গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি রোল নং- ২৬০৯



শোক সংবাদ

শোক সংবাদ

আঞ্জুমান মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগারী (শাহু এমদাদীয়া) গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের-সর্ব আলহাজ্ব কাজী জহুর আহমদ মেসার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ। মুহাম্মদ আমির হোসেন ফকির, সাবেক সভাপতি, উদালিয়া শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ আবুল কালাম, সভাপতি, বোর্ড স্কুল ইমামনগর শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সদস্য, উদালিয়া শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ শরীফ চোকদার, মোখলেছ প্রধানিয়া, মতি রাড়ী। আলী আহমেদ দেওয়ান, দঃ তারাবুনিয়া শাখা, শরীয়তপুর। হাজী বাদশা মিয়া সভাপতি, চরমুক্তারপুর শাখা, মুন্সীগঞ্জ। সালাহ উদ্দীন চৌধুরী, নরসিংপুর শাখা, শরীয়তপুর। আবুল কালাম সওদাগর এর আম্মা, মরহুমা বিবি ফাতেমা, বাবুনগর-ইমামনগর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন খান সাহেব, দুধমুখা শাখা, দাগনভূঁইয়া, ফেনী। মুহাম্মদ সেকান্দর মিঞা চৌধুরী, উপদেষ্টা ধলই শাখা'র পিতা হাজী দেলা মিঞা চৌধুরী। আবদুল কাদের, সদস্য আউটফল শাখা, ঢাকা। মুহাম্মৎ রৌশন আরা বেগম : সরাইপাড়া শাখা, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ আবুল বশর : সাবেক সভাপতি, মুহাম্মদপুর শাখা, রাউজান। মুহাম্মৎ ফুলজান বিবি (মওলানা আলী আকবর মুন্সির মাতা) মুলাদী শাখা দায়রা, বরিশাল। আবু মিয়া : মহেশপুর দায়রা শাখা, কুমিল্লা। ইজ্জত আলী, সহ-সভাপতি, রাইজৈ শাখা, ময়মনসিংহ, হারেছ মিয়া, সোহলা, দায়রা শাখা, সুনামগঞ্জ, মুহাম্মদ ইউনুছ সওদাগর, উপদেষ্টা, কুয়াইশ শাখা, চট্টগ্রাম, কাশেম আলী সরকার- কদমতলী শাখা, মুন্সীগঞ্জ, মাশাররফ হোসাইন- দক্ষিণ বীজবাগ শাখা-নোয়াখালী/আলী আসগর, মহেশপুর দায়রা শাখা, আবদুর রশীদ মীর, পরমতলা শাখা, কুমিল্লা/ওমর মিঞা পূর্ব গোমদভী শাখা, রফিক আহমদ সওদাগর-চরখিজিরপুর শাখা, বোয়ালখালী, রফিকুল ইসলাম মৌলভীপাড়া শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর, আনোয়ারা বেগম, মরিয়মনগর শাখা, রাঙ্গুনিয়া, মুহাম্মদ মমতাজ (বাবাজানের প্রাইভেট ড্রাইভার) রফিকুল ইসলাম, মৌলভীপাড়া শাখা, আখ্রাবাদ, চট্টগ্রাম মহানগর। মুহাম্মদ আল মামুন, পূর্ব দোহাজারী শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, মুহাম্মদ সোলেমান ফকির, পালেগ্রাম ইজ্জতনগর শাখা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, মুহাম্মদ সেকান্দার হোসেন চৌধুরী, রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ, সিলেট জেলা কার্যকরী সংসদ, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, কুশিঘাট বোরহানাবাদ শাখা, সিলেট, খোরশিদা বেগম, কোম্পানীগঞ্জ শাখা (প্রস্তাবিত) ভোলাগঞ্জ, সিলেট, মুহাম্মদ ইমতিয়াজ আলী, তেতলী শাখা, সিলেট, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, কুশিঘাট বোরহানাবাদ শাখা, সিলেট, ডাঃ মুহাম্মদ ইদ্রিচ, বখতপুর দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি, মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, সোহলা দায়রা শাখা, সুনামগঞ্জ, মোছাম্মৎ হোসেনয়ারা বেগম, ঢালকাটা দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি, মোছাম্মৎ আমেনা খাতুন, আহমদ আলীর আম্মা, ভোলা, মুহাম্মদ ইদ্রিস, বাবুনগর ইমামনগর শাখা দায়রা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, মোছাম্মৎ খালেদা বেগম, ঢালকাটা দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি, মুহাম্মদ কাশেম, ঢালকাটা দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি, মুহাম্মদ নুরুল আলম, বারখাইন বাদামতল শাখা আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, আরো আশেকানে গাউছে মাইজভাগারীগণের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে-

আঞ্জুমান মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগারী (শাহু এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।